



যেভাবে
নামায পড়তেন
রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

هَكَذَا كَانَ يُصَلِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স)

প্রণয়নে

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

ইসলামিক স্টাডীজ বিভাগ

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

আলোচক, প্রভাতের ইসলামি অনুষ্ঠান, এটিএন বাংলা

পরিমার্জনে

উপাধ্যক্ষ হাফেয মাহমুদুল হাসান আল মাদানী
জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, গাবতলী, নরসিংদী

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ আল-মাদানী
পিএইচডি (ফিক্‌হ), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
পিএইচডি (উসূলুল ফিক্‌হ), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া মজুমদার
পিএইচডি (আকীদা), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

মুহাম্মাদিস শাহ মুহাম্মাদ ওয়ালী উল্লাহ
খতীব, সুবহানবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা। আলোচক, এটিএন বাংলা

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.kamiubprokashon.com

দশম মুদ্রণ: জুন ২০১৫
নবম মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৪
প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১০

যেভাবে নামায় পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স) ❖ অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ❖
প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন
লিমিটেড, রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, ৫১ পুরানা পল্টন ঢাকা ১০০০। ফোন
৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ ©: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত ❖ প্রচ্ছদ:
সাইফুল ইসলাম ❖ মুদ্রণ: একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন,
শিংটোলা ঢাকা ১১০০।

e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

মন্তব্য ও পরামর্শ: 01711696908
(শুধুমাত্র আসরের পর থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত)

বিক্রয়কেন্দ্র

পল্টন সিটি, ৫১ পুরানা পল্টন (নিচতলা), ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
৪২৩ ওয়ারলেস রেল গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : বিশ টাকা মাত্র

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

ইসলামের সমুদয় বিধি-বিধানের মধ্যে সালাতই একমাত্র ইবাদাত, যা আদায় করা না করার মধ্যে রয়েছে ঈমান থাকা না থাকার ঝুঁকি, মুসলমান হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী অনুযায়ী, কোনো মানুষ মুসলিম আছে কি না তার পরিচয় পাওয়া যাবে কেবল তার সালাত আদায়ের মাধ্যমে। এ কথার মর্মার্থ হলো, সালাত আদায় করা সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গণ্য হওয়ার পূর্বশর্ত। মুসলমানের সন্তান বলে আমি মুসলিম- সালাত আদায় না করা সত্ত্বেও এমন জোরপূর্বক স্বঘোষিত দাবি হাদীসের মর্ম অনুযায়ী টেকে না। বেনামাযীদের ব্যাপারে হাদীসে অনেক ভয়ানক দুঃসংবাদ রয়েছে। এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায না পড়লে অন্য ইবাদাতও কবুল হয় না, এমনকি হজ্জও না। অপরদিকে আরেক দল আছে নামায পড়ে, কিন্তু তার নামায নবীজীর নামাযের মতো নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেছেন, আমি সন্তরটিরও বেশি মসজিদে সালাত আদায় করতে গিয়ে দেখলাম, লোকেরা নবীজীর মতো করে সালাত আদায় করছে না। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর জীবদ্দশায়ও কাউকে কাউকে বলেছেন, তোমার আদায়কৃত নামায হয়নি, তুমি যেন নামায পড়ইনি, তুমি নতুন করে আবার তা আদায় কর। তিনি এটাও বলেছেন যে, এমন বহুলোক আছে, যারা নামায ঠিকই পড়ছে কিন্তু তা ষোলো আনা সঠিক হচ্ছে না। ষোলো আনার মধ্যে কারো কবুল হচ্ছে মাত্র দু আনা, কারো কবুল হচ্ছে চার আনা, কারো বা ছয় আনা বা আট আনা বা দশ আনা, কারো কারো বারো আনা বা চৌদ্দ আনা কবুল হচ্ছে। অর্থাৎ রাসূলের সালাতের মাপকাঠিতে তার নামায পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না। কাউকে কাউকে তিনি নামায চোরও বলেছেন। কিয়ামতের বিভীষিকাময় মাঠে এমন ভাঙাচূড়া অপূর্ণাঙ্গ নামায নিয়ে হাজির হওয়া নিশ্চয়ই কারো কাম্য নয়। তাহলে এ থেকে উত্তরণের উপায় কী? উত্তর সহজ, পথও সহজ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের সালাতগুলোকে আমার সালাতের মতো করে নাও। দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে, আমরাতো হানাফী মাযহাবের গণ্ডির মধ্যে আছি। এ থেকে নড়াচড়া করতে পারব কি না? এ উত্তরও সহজ। আমাদের মাযহাবের ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, কেউ যদি সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করে তাহলে এটাও আমারই মাযহাব অনুযায়ী আমল হয়েছে বলে গণ্য হবে। এ কথা দ্বারা বুঝা যায় তিনি শুধু মুখলেসই ছিলেন না; বিজ্ঞও ছিলেন। তাঁর এ উক্তি পর সমস্যার আর

কিছুই থাকে না। তাঁরই বক্তব্যের আলোকে প্রমাণ হয়ে গেল যে, হানাফী মতের বাইরে যদি কোথাও সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তাহলে সানন্দে তা গ্রহণ করা যায়। এর উপর আমলও করা যায়। এতে মাযহাবের কোনো সমস্যা নেই। আর কোনো হাদীস দুর্বল হলেও মাযহাবের কারণে এর উপর অটল থাকতে হবে—এমন কথাতো রাসূলুল্লাহ (স) বলেননি, এমনকি মাযহাবের ইমামগণও বলেননি। তাছাড়া শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গবেষণার এ সোনালি যুগে বিশুদ্ধ তথ্য প্রাপ্তির সহজলভ্যতার পরও, সহীহ হাদীস জানতে পারার পরও এটাকে বাদ দিয়ে এর বিপরীতে দুর্বল প্রমাণিত একটি হাদীস অন্ধভাবে আমল করতে থাকা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান নেককার-এর কাজ নয়। বাজারে ভুলে ভরা অনেক বই সয়লাব হয়ে আছে। এগুলো থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ আমল, বিশুদ্ধ জীবন ও আল্লাহর কাছে নাজাত লাভের জন্য অনেক গবেষণা ও অনেক শ্রম দিয়ে বইটি ছোট হলেও এর পেছনে সুদীর্ঘ সময় ব্যয়, হাদীসের শুদ্ধতা যাচাইয়ে লম্বা পথ পাড়ি, দেশ বিখ্যাত আলেম ও শরী‘আ বিশেষজ্ঞগণের সম্মিলিত সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে নামজাদা ইউনিভার্সিটিগুলোর খ্যাতনামা ডক্টর প্রফেসরগণের সাথে মতবিনিময় ও আলোচনা করে বহুবার সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের পর এ বইটি প্রণীত হয়েছে। চেষ্টা করেছি, আমাদের নামায যেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামাযের সর্বাধিক কাছাকাছি হয়। এরপরও যদি কোনো ভুলত্রুটি পাওয়া যায় তাহলে আমার ডাক-ঠিকানা বা ই-মেইল বা মোবাইল নম্বরে অবহিত করার জন্য বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম ও সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ রইল। পাঠক হিসেবে স্কুল কলেজ মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা আমার প্রথম টার্গেট। তাদের জন্য সহজ করতে গিয়ে নামাযের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী বিষয়বস্তু সাজিয়েছি, আকারে ছোট করেছি। জ্ঞানপিপাসু ও হৃদয়বান পাঠকবর্গের কাছে এ বইটির বহুল প্রচারে সহায়তা কামনা করছি। প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে এ বইটি পৌঁছুক এবং বিশুদ্ধ নামায আদায় করে সকলেই আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ করুক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ পুরস্কৃত করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

১০ অক্টোবর, ২০১০ ঈসাব্দী

সভাপতি, সিরাজ নগর উম্মুল কুরা মাদরাসা, পো: রাধাগঞ্জ বাজার,

উপজেলা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী, ফোন 01711696908

ই-মেইল noor715bd@gmail.com

তথ্যসূত্র নির্দেশিকা

পুস্তিকাটি ক্ষুদ্র হলেও কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ থেকে সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণে রেফারেন্স প্রদান করা হয়েছে। কুরআন কারীমের ক্ষেত্রে প্রথমে সূরার নাম ও পরে আয়াত নাম্বার। আর হাদীসগ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রথমে হাদীসগ্রন্থের নাম ও পরে হাদীস নাম্বার প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রকাশিত হাদীস সংকলনগুলোতে এক সংস্থার নাম্বারের সাথে অপর সংস্থার নাম্বারের মিল নেই। এ সমস্যা সমাধানে উক্ত বইয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'মাকতাবা শামেলা' প্রদত্ত ক্রমিক নাম্বারকে অনুসরণ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটেও একই নাম্বার অনুসরণ করা হয়েছে। ডা. যাকের নায়েকও এ নাম্বার দিয়েই উদ্ধৃতি পেশ করে থাকেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং আধুনিক প্রকাশনীর নাম্বারও দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে সংক্ষেপে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে 'ইফা' এবং আধুনিক প্রকাশনীকে শুধু 'আধুনিক' লেখা হয়েছে।

লেখক প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলি

১. কুরআন কারীমের মর্মার্থ ও শব্দার্থ (৩০শ পারা)*
২. বিশুদ্ধ তিলাওয়াত পদ্ধতি
৩. আরবী উচ্চারণ শিক্ষা
৪. বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ওয়ূ-গোসল*
৫. প্রশ্নোত্তরে হজ্জ ও উমরা*
৬. প্রশ্নোত্তরে রমযান ও ঈদ*
৭. প্রশ্নোত্তরে জুমু'আ ও খুৎবা*
৮. প্রশ্নোত্তরে কুরবানী ও আকীকা*
৯. শুধু আল্লাহর কাছে চাই (দোয়া-মুনাজাতের সংকলন)
১০. আকীদা ও ফিক্হ (১ম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী)
১১. উমরা কিভাবে করবেন?*
১২. আধুনিক আরবী সাহিত্য (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
১৩. Dua Book in Arabi Bangla English
১৪. অনুপম চরিত্র - 'সবুজপত্র' প্রকাশন, ঢাকা

সম্পাদিত গ্রন্থাবলি

১৬. সহজ পদ্ধতিতে আরবী ভাষা শিক্ষাদান
১৭. রমযান মাসের ৩০ আসর
১৮. হারাম শরীফের দেশ : ফযীলত ও আহকাম
১৯. তাওহীদ

*চিহ্নিত বইগুলো কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড থেকে প্রকাশিত।

শরয়ী মাসআলা গ্রহণে মাযহাবের ইমামগণের উপদেশ

মাযহাবের সংখ্যা অনেক হলেও পৃথিবীতে চারটি মাযহাব প্রসিদ্ধি লাভ করে। সংখ্যাধিক্যের হার হিসেবে ভারতবর্ষে হানাফী, আফ্রিকার দেশগুলোতে মালেকী, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে শাফেয়ী এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে হাম্বলী মাযহাব অনুসরণকারীদের প্রাধান্য রয়েছে। এর ব্যতিক্রম হিসেবে সবকটি মহাদেশজুড়েই রয়েছে আহলে হাদীস মতাবলম্বী লোকেরা।

মাযহাব পালনের ক্ষেত্রে মাযহাবের ইমামগণের কিছু মূলনীতি ও উপদেশ রয়েছে, তা আমরা অনেকেই জানি না। বিশেষ করে মতভিন্নতাপূর্ণ মাসআলাগুলোতে তথ্যসূত্র দুর্বল হলেও নিজ নিজ মাযহাবের রায় অন্ধভাবে মেনে চলি অনেকেই। এমন অনুসরণের অনুমতি কি আল্লাহর রাসূল (স) আমাদেরকে দিয়েছেন? কোনো বিষয়ে দুর্বল হাদীস আমল করা, অথচ একই বিষয়ে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ হাদীসটি আমলে না আনা— এমন অদ্ভুত, অযৌক্তিক আমলের নির্দেশ কি মাযহাবের ইমামগণ আমাদেরকে দিয়েছেন? এ বিষয়ে তাঁরা আমাদেরকে কী উপদেশ দিয়েছেন, এতদসংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন,

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي 'হাদীস যেটি সহীহ সেটাই আমার মাযহাব।'
(রাদ্দুল মুহতার ১/১৫৪; মুকাদ্দিমাতু উমদাতুর রিয়য়াহ ১/১৪; হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন ১/৬৩)

২. ইমাম মালেক (র) বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَخْطِئُ وَأُصِيبُ فَانظُرُوا فِي رَأْيِي فَكُلُّ مَا وَاَفَقَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَخُذُوهُ. وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ.

‘আমি নিছক একজন মানুষ। ভুল করি, শুদ্ধও করি। তাই আমার মতামতকে যাচাই করে দেখে নিও। কুরআন ও সুন্নাহর সাথে যতটুকু মিলে সেটুকু গ্রহণ করো, আর গড়মিল পেলে সেটুকু বাদ দিয়ে দিও।’ (ইকায়ুল হিমাম, পৃষ্ঠা ১০২)

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ كَلَامِي بِخِلَافِ الْحَدِيثِ فَاعْمَلُوا بِالْحَدِيثِ وَأَضْرِبُوا بِكَلَامِي
الْحَانِطَ .

‘যদি তোমরা আমার কোনো কথা হাদীসের সাথে গড়মিল দেখতে পাও, তাহলে তোমরা হাদিস অনুযায়ী আমল করো, আমার নিজের উক্তি কে দেয়ালে ছুড়ে ফেল ।’ (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ: ১/৩৫৭)

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন,

لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا تُقَلِّدَ مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الْأَوْزَعِيَّ وَلَا الشُّورِيَّ
وَأَخْذُوا مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا .

‘তুমি আমার অঙ্ক অনুসরণ করো না। মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী, সাওরী- তাঁদেরও না; বরং তাঁরা যেখান থেকে (সমাধান) নিয়েছেন তুমিও সেখান থেকেই নাও ।’ (ইবনুল কাইয়্যিম রচিত ‘ঈলামুল মুওয়াক্কেয়ীন: ২/৩০২)

তিনি আরো বলেন, ‘যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহীহ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করবে সে লোক ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত’। (ইবনুল জাওযী রচিত, আল মানাকিব: ১৮২)

৫. আল্লামা ইবনে আবেদীন বলেন, ‘কোনো মাসআলা সহীহ হাদীসের সাথে গড়মিল হলে ঐ হাদীসটিই আমল করবে। আর ঐ হাদীসই হবে তার মাযহাব। এরূপ আমল তাকে মাযহাব থেকে বের করে দেবে না। হানাফী হলে সে হানাফীই থেকে যাবে। (রাব্দুল মুহতার: ১/১৫৪)

৬. সুনানে আবী দাউদ গ্রন্থের সংকলক মুহাদ্দিস আবু দাউদ (র) বলেন, ‘এমন কোনো লোক নেই, যার সব কথাই গ্রহণযোগ্য; কেবল রাসূলুল্লাহ (স) ছাড়া। (মাসাইলে ইমাম আহমদ: ২৭৬)

সর্বশেষে আল্লাহ তাআলার বাণীটি স্মরণ করি। তিনি বলেছেন,

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْآلِبَابُ .

‘যারা (সব) কথা শুনে, অতঃপর উত্তমগুলো আমল করে তারাই হলো হেদায়াতপ্রাপ্ত, আর তারাই হলো বুদ্ধিমান ।’ (সূরা আয যুমার: ১৮)

❖ যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স)

প্রথম অধ্যায়

صَفَةُ الصَّلَاةِ : مِنَ التَّكْبِيرِ إِلَى التَّسْلِيمِ
সালাত আদায়ের পদ্ধতি : শুরু থেকে শেষ

সালাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। ঋটি-বিচ্যুতির কারণে তা আদায় করেও অনেকে পাপের ভাগী হবে। আর তা হবে ভয়াবহ জাহান্নাম। তাহলে কীভাবে সে সালাত আদায় করলে আল্লাহর পুরস্কার পাওয়া যাবে, কীভাবে আমাদের রাসূলুল্লাহ (স) তা আদায় করতেন, একমাত্র সেটাই আমাদের অনুকরণ করতে হবে। তিনি আমাদের নির্দেশ করে বলেছেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

‘তোমরা সেভাবে সালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।’ (বুখারী- ৬৩১, ইফা-৬০৩, আধুনিক- ৫৯৫)

তাহলে তাঁর সালাত আদায় কেমন ছিল এ নিয়েই আমাদের এ ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

১. তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন: প্রথমে ওয়ূ করে পবিত্র হতে হবে। কারণ পবিত্রতাবিহীন সালাত কবুল হয় না (মুসলিম: ২২৪)। তবে কোন কারণে গোসল ফরয হলে, এর পূর্বে অবশ্যই ফরয গোসল সম্পন্ন করে নিতে হবে।*

২. ওয়াক্ত হলে নামায আদায় করা: প্রত্যেক সালাত এর নির্ধারিত ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা। তবে আউয়াল ওয়াক্তে অর্থাৎ শুরুর সময়ে আদায় করা আল্লাহ তাআলার কাছে অধিকতর পছন্দনীয়।

তাকওয়ার দাবি হলো আগে নামায, পরে কাজ। আগে কাজ, পরে নামায নয়। যারা কাজ-কর্মকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নামায দেরিতে পড়াকে অভ্যাসে পরিণত করে তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ -

‘ঐসব নামাযীদের জন্য ওয়াইল বা ধ্বংস, যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে গাফেল।’ (সূরা মাউন: ৪-৫)

* এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দেখতে পারেন, কামিয়াব প্রকাশনের আমারই শ্রীত গ্রন্থ ‘বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ওয়ূ-গোসল’।

আর গাফেল হলো ঐসব লোক, যারা পেছাতে পেছাতে নামায শেষ ওয়াক্তে পড়ে এবং হুকুম-আহকামগুলো ঠিকমতো আদায় করে না।

৩. কিবলামুখী হওয়া: পূর্ণ দেহে কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো। (সূরা বাকারা : ১৪৪, মুসলিম ৩৯৭)

৪. সুত্ৰা: সিজদার জায়গার একটু সামনে (কমপক্ষে আধাহাত উঁচু একটি লাঠি বা অন্য কিছু দিয়ে) সুত্ৰা দেবে (হাকেম: ১/২৫২)। সুত্ৰা ও মুসল্লীর দাঁড়ানোর মাঝখান দিয়ে সালাত চলাকালীন হাঁটা-চলা নিষিদ্ধ। বিশেষ করে নামাযীর সামনে দিয়ে কোনো (সাবালিকা) নারী, গাধা বা কালো কুকুর যাতায়াত করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায় (মুসলিম: ৫১০)। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে। অতঃপর বিনম্র হয়ে খুশু ও খুযু-এর সাথে সালাতের জন্য দাঁড়াবে।

৫. দু'পায়ের মাঝে ফাঁকা রাখার পরিমাণ: এ বিষয়ে সরাসরি কোনো হাদীস খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকে মুসল্লি স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াবে।

কেউ কেউ দু'পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখাকে সুন্নত মনে করে। অথচ চার আঙ্গুল ফাঁকা রাখার কোনো কথা হাদীসে নেই।

৬. পাশের মুসল্লির পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো: জামাআতে দাঁড়ানোর সময় সাহাবাগণ পরস্পর একে অপরের পায়ের সাথে পা ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে মিশে মিশে দাঁড়াতেন। আনাস (রা) বলেন,

وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنكِبَهُ بِمَنكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ .

‘আমাদের কেউ কেউ তাঁর পাশের মুসল্লির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিশিয়ে দাঁড়াত’ (বুখারী: ৭২৫, ইফা ৬৮৯)। সাহাবীগণ দুজনের মাঝে কোন ফাঁকা রাখতেন না।

জামায়াতে নামাযের ক্ষেত্রে দুজন মুসল্লির মাঝে কোনো ফাঁকা রাখা জায়েয-এমন কোনো হাদীস নেই; বরং ফাঁকা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা ফাঁকা থাকলে সেখানে শয়তান ঢুকে পড়ে। আপনার ডানে ও বামে শয়তান সাথে নিয়ে নামায পড়বেন- এ কেমন কথা! আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

رُصُوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهُمَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ .

১০ ❖ যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স)

‘তোমরা তোমাদের কাতারে পরস্পর মিলে মিলে দাঁড়াও, একে অপরের নিকটবর্তী হও এবং ঘাড়গুলোকে সমানভাবে সোজা রেখে দাঁড়াও। সেই মহান সন্তা (আল্লাহর) কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি দেখতে পাই কাতারে কোথাও ফাঁকা থাকলে সেখানেই শয়তান ঢুকে পড়ে কালো ভেড়ার বাচ্চার আকৃতিতে।’ (আবু দাউদ: ৬৬৬)

৭. কাতার সোজা করা: জামাআতে নামাযের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেলাম কাতার সোজা করে দাঁড়াতেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

سَوُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ .

‘তোমরা কাতারগুলো সোজা করে দাঁড়াও, কেননা কাতার সোজা করা নামাযের পূর্ণতার অংশ। (মুসলিম: ৪৩৩)

ক. নুমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا، وَاللَّهِ لَتَقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ يَخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ .

‘রাসূলুল্লাহ (স) মুসল্লিদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমরা কাতারগুলো সোজা কর। এ কথাটি তিনি ৩ বার বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি! তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করে নাও, নতুবা আল্লাহ তোমাদের অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন’ (আবু দাউদ)। অর্থাৎ কাতার বাঁকা রাখলে ঐ মুসল্লির অন্তর বাঁকা করে দেবেন’ (মুসলিম: ৪৩১)। আর কাতার সোজা করার নির্দেশটি দেবেন ইমাম সাহেব; মুয়াযযিন সাহেব নন।

খ. ওমর (রা) সালাতে কাতার ঠিক হলো কি না তা দেখার জন্য একজন লোক নিয়োগ করতেন। কাতার সোজা হয়েছে- এ খবর না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তাকবীরে তাহরীমা করতেন না।’ (তিরমিযী)

গ. কাতার সোজা না করলে উমর ও বেলাল (রা) ঐ মুসল্লির পায়ে আঘাত করতেন। (মিরআতুল মাফাতীহ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২)

কাতার হওয়ার জন্য কমপক্ষে দুজন হওয়া আবশ্যিক। তবে মহিলা মুসল্লি একজন হলেও পেছনে আলাদা কাতারে দাঁড়াবে।

৮. সামনের কাতার আগে পূর্ণ করা: যারা আগে আসবেন তারা সামনের কাতারে এগিয়ে বসবেন। আর মসজিদের গেটে বা দরজায় বা সিঁড়িতে বসে মুসল্লিদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো যাবে না। আর যারা পরে আসবেন, তারাও অন্যদের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে এগিয়ে যাবেন না।

৯. ইকামাত: আযান ও ইকামাতের শব্দ একই। এ শব্দগুলো ইকামাতে দু'বার বলা যেমন জায়েয (শরহে মাআনীল আসার : ৭৬৪) তদ্রূপ বেজাউ সংখ্যায় একবার বলাও সহীহ (বুখারী ৬০৫-৬০৭)। তবে (আল্লাহ্ আকবার) এবং **قَامَتِ الصَّلَاةُ** দু'বার বলতে হবে। একাকী নামায এবং দ্বিতীয় জামাআতেও ইকামাত দেওয়া সুন্নাত। ইকামাত শেষ হওয়ার পর ইমাম সাহেব ডানে-বামে তাকিয়ে কাতার সোজা করার নির্দেশ দেবেন। আর তার ভাষা হবে আদেশসূচক; অনুরোধের সুরে নয়। 'আমরা কাতার সোজা করি'- এভাবে বলবেন না; বরং বলবেন, 'কাতার সোজা করুন'- এরূপ নির্দেশ দেবেন। কারণ তিনি ইমাম, এখানে তিনি নেতা। হাদীসের মর্মও তা-ই।

কোনো কোনো এলাকায় ইকামাতের শুরুতেই মুসল্লিরা না দাঁড়িয়ে তারা দাঁড়ান **حَى عَلَى الصَّلَاةِ** বলার পর। এমন কোনো নিয়ম হাদীসে আসেনি; সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকেও এমনটি প্রমাণিত নয়। সঠিক পদ্ধতি হলো ইকামাতের শুরুতেই দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করা। অনেকে বলেন, 'হাইয়া'আলাস সালাহ' বলার পূর্বের নামাযের জন্য ডাকা হয়নি, এটি অযৌক্তিক কথা। কারণ, আযানের মাধ্যমেই নামাযের জন্য ডাকা হয়েছে। ইকামাতে চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য আহ্বান জানানো হয়। আর বিলম্বে দাঁড়ানোর কারণে কাতার সোজা করা, পরস্পর মিলে মিলে দাঁড়ানো ও সামনের কাতার আগে পূর্ণ করা ইত্যাদি মৌলিক কাজগুলো সম্পাদনে বিশৃঙ্খলা হবার আশঙ্কা থাকে।

১০. নিয়ত: নিয়ত না হলে কোনো ইবাদতই বিগত হয় না। নিয়ত শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছা পোষণ করা। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল যে সালাতই হোক বা যত রাকআতই হোক, মনে মনে এর নিয়ত করবে। আরবী বা বাংলায় মুখে এর নিয়ত উচ্চারণ করবে না। কেউ কেউ 'নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া...' পড়ে থাকেন- এটাও ঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) সালাতের নিয়ত কখনো মুখে মুখে উচ্চারণ করেননি; করেছেন মনে মনে নিয়ত মূলত অন্তরের কাজ; মুখে উচ্চারণের বিষয় নয়। তাই শরী'আতের বিধান হলো মনে মনে নিয়ত করা। আর নিয়তের স্থান হলো কলব বা অন্তর, জিহ্বা নয়।

১২ ❖ যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স)

১১. তাকবীরে তাহরীমা: সালাতের শুরুতে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর দু'হাত কখনো কাঁধ আবার কখনো কান বরাবর উঠাতেন (আবু দাউদ: ৭২৮)। রাসূলুল্লাহ (স) হাত উঠিয়ে 'আল্লাহ্ আকবার' বলে তাকবীর দিয়েছেন (বুখারী: ৭৩৭, ইফা ৭০১)। তবে কানের লতি ছোঁয়ানো সন্নত নয়। হাত তোলার সময় আঙ্গুলগুলো সোজা রাখবে এবং হাত কিবলামুখী করে রাখবে।

১২. হাত বাঁধা: রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর নামাযে বুকের উপর হাত রাখতেন।

ক. সাহাবী ওয়াইল বিন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.
'আমি নবী (স)-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। (আমি দেখেছি) তিনি (স) তাঁর বুকের উপর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছেন।' (সহীহ ইবনু খুযাইমা, পৃষ্ঠা ২, আবু দাউদ: ৭৫৯, আলবানী)

খ. অপর এক সাহাবী সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ .

'সালাতে লোকদেরকে ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখার নির্দেশ দেওয়া হতো।' (বুখারী: ৭৪০, ইফা: ৭০৪)

আরবীতে كَفٌّ 'কাফ্ফ' শব্দের অর্থ হলো, কজ্জি পর্যন্ত হাত, আর ذِرَاعٌ 'যিরা' অর্থ হলো, হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে কনুই পর্যন্ত পূর্ণ এক হাত বা বাহু। অতএব, উক্ত হাদীসের মর্ম ও নির্দেশ অনুযায়ী ডান হাতের আঙ্গুলগুলো বাম কনুই'র কাছাকাছি থাকবে। (আবু দাউদ: ৭৫৯ আলবানী)

কেউ কেউ বলেছেন, নাভির নিচে হাত বাঁধা সন্নাত। তবে নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদীসগুলো দুর্বল। (আলবানীর যঈফ আবু দাউদ- ৭৫৬, ৭৫৮) অতএব, সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে এর বিপরীতে দুর্বল হাদীস আমল করা জায়েয নেই।

আবার কেউ কেউ বলেন, নারীরা বুকে বাঁধবে আর পুরুষেরা বাঁধবে নাভির নিচে। এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (স) যেখানে কোনো পার্থক্য করেননি সেখানে আমরা কিভাবে পার্থক্য করবো? স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হলো, এ হাদীসের নির্দেশ পুরুষ ও নারী সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত যে, বুকের উপর হাত রাখা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই সন্নাত।

১৩. দৃষ্টি: দাঁড়ানো ও রুকু অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবেন। আর বসার সময় দৃষ্টি ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি অতিক্রম করবে না। উল্লেখ্য, সালাত অবস্থায় বা নামাযে দু'আর সময় রাসূলুল্লাহ (স) আকাশের দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন, অন্যথায় তাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেওয়া হবে (মুসলিম: ৪২৮, ৪২৯) তাছাড়া সামনে ইমামের দিকে তাকানো বা চোখ বন্ধ করে রাখাও বৈধ নয়।

১৪. ছানা পড়া: অতঃপর ছানা পড়বেন। ছানা'কে দু'আ ইস্তিফ্তাহুও বলা হয়। ছানা কয়েক প্রকারের আছে। যে সালাতই হোক, এর শুরুতে শুধু ১ম রাকআতে যে কোনো একটি ছানা পড়বেন। একই সালাতে একাধিক ছানা পড়া সহীহ বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। এখানে দুটি ছানা দেওয়া হলো-

প্রথম ছানা

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -
 اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ -
 اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ -

‘হে আল্লাহ! আমার ও আমার গুনাহখাতার মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও যেমন তুমি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্তের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছ। হে আল্লাহ! আমার পাপ ও ভুলত্রুটি হতে আমাকে এমনভাবে পবিত্র করো, যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা ও ত্রুটি-বিদ্যুতিসমূহ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও’ (বুখারী: ৭৪৪, ইফা ৭০৮, মুসলিম: ৫৯৮)।

দ্বিতীয় ছানা: এ ছানাটি পড়াও সুন্নাত-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

‘হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম মহিমান্বিত, আপনার সত্তা অতি উচ্চে আসীন। আর আপনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই।’ (আবু দাউদ: ৭৭৬, তিরিমিযী : ২৪৩)

কেউ কেউ সালাতের শুরুতে জায়নামাযের দু'আ হিসেবে ‘ইন্নী ওয়াজ্জাহতু’ পড়ে। এটি ঠিক নয়। কারণ ... اِنِّي وَجَّهْتُ (ইন্নী ওয়াজ্জাহতু...) একটি ছানা। আর ছানা পড়তে হয় তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর। (মুসলিম: ৭৭১)

১৪ ❖ যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স)

১৫. আউযুবিল্লাহ পাঠ: অতঃপর চুপে চুপে পড়বে—

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

‘বিভাঙিত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।’ উল্লেখ্য, ছানা ও আউযুবিল্লাহ পড়বে কেবল সালাতের প্রথম রাকআতে।

১৬. বিসমিল্লাহ পাঠ: এর পর চুপে চুপে পড়বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ‘পরম করুণাময় অত্যন্ত দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’ রাসূলুল্লাহ (স) প্রতি রাকআতেই বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা পড়তেন।

১৭. ফাতিহা পাঠ ও সূরা পড়ার নিয়ম: অতঃপর সূরা ফাতিহা অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ সূরা পুরোটা পড়বে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ‘সূরা ফাতিহা পাঠ করা ছাড়া কোনো সালাত হয় না।’

সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা রাসূলুল্লাহ (স) প্রতি আয়াতের পর থেমে থেমে পড়তেন। যেমন— بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ অতঃপর থামতেন, আবার পড়তেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ অতঃপর থামতেন, আবার পড়তেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ তারপর থেমে আবার পড়তেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ এভাবে প্রতি আয়াত শেষে থেমে থেমে পূর্ণ সূরা পাঠ করতেন। (আবু দাউদ: ৪০০১, ইবনে মাজাহ: ৮৬৭)

উল্লেখ্য, সালাতে আল্লাহ তা‘আলা বান্দার পঠিত সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াতের জবাব দিয়ে থাকেন (সুবহানাল্লাহ!)। (মুসলিম: ৩৯৫)

১৮. ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠ: সশব্দে ও নিঃশব্দে পঠিত সকল সালাতে মুক্তাদিগণও ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়বে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার নামায হলো না’; (বুখারী: ৭৫৬, ইফা ৭২০, আধুনিক ৭১২)। আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর এক মতানুসারে, ইমাম যখন সশব্দে কিরাআত পড়েন তখন মুক্তাদীগণ না পড়ে চুপ করে শুনবে। আর নিঃশব্দে পঠিত সালাতে মুক্তাদীরা অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়বে। এ মতটি হানাফী ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ পোষণ করেছেন, তাছাড়া ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা এবং শাইখ আলবানী (র)ও এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবদুল হাই লাখনভী (র) তাঁর গ্রন্থে সেটা বর্ণনা করেছেন।

যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স) ❖ ১৫

বিষয়টির পক্ষে-বিপক্ষে পড়া না পড়া উভয়েরই দলীল রয়েছে। তবে পড়ার পক্ষের দলীলগুলো বেশি শক্তিশালী। বিশিষ্ট সাহাবী জাবের (রা) বলেন,

كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ. وَفِي الْأَخْرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

‘আমরা যুহর ও আসরের সালাতে প্রথম দু’ রাকাআতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা ও অপর একটি সূরা পাঠ করতাম এবং শেষ দু’ রাকাআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তাম।’ (ইবনে মাজাহ : ৮৪৩)

তবে যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পেয়ে জামা‘আতে শরীক হয় তাহলে সে ঐ রাকাআত পেয়ে গেল।

১৯. আমীন বলা: সূরা ফাতিহার পর ইমাম ও মুক্তাদী সবাই আমীন বলবে। আমীন শব্দের অর্থ হলো ‘হে আল্লাহ, কবুল কর’। হাদীসে আছে, মুসল্লীগণ যখন আমীন বলে তখন ফেরেশতারা তাদের সাথে সাথে আমীন বলে। যখন উভয় গ্রুপের আমীন বলার আওয়াজ এক হয়ে যায় তখন এ মুসল্লীদের পূর্ববর্তী সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী: ৭৮০, ইফা ৭৪৪, আধুনিক ৭৩৬)

আমীন চুপে চুপে ও সশব্দে পড়া যায়। চুপে চুপে বলার পক্ষে একটি হাদীস রয়েছে (দারা কুতনী: ১২৫৬); যদিও সনদ ও মতনে ত্রুটি থাকায় মুহাদ্দিসগণ এটাকে দুর্বল হাদীস বলেছেন। সশব্দে পঠিত কিরাআতবিশিষ্ট সালাতে রাসূলুল্লাহ (স) ও সাবাহায়ে কেলাম জোরে আওয়াজ করে আমীন বলতেন। এ মর্মে বেশ কয়টি প্রমাণ রয়েছে:

ক. ওয়ায়েল বিন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ أَمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

‘আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে পড়তে শুনেছি।

অতঃপর তিনি নিজের স্বরকে লম্বা করে ‘আমীন’ বলেছেন।’ (তিরমিযী ২৪৮)

খ. অন্য এক হাদীসে এসেছে,

أَمَّنَ ابْنُ زُبَيْرٍ وَمَنْ رَأَاهُ حَتَّىٰ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلْجَنَّةَ.

“সাহাবী ইবনু যুবায়ের (রা) ‘আমীন’ বলতেন এবং তাঁর পেছনের মুসল্লিরাও বলতেন। ফলে ‘আমীন’ বলার আওয়াজে মসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠত।” (বুখারী, তাগলীকুত্ তালীক ২/৩১৮, হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী [রা]) (তিরমিযি: ২৪৮, আবু দাউদ: ৯৩২, ইবনে মাজাহ: ৮৫৫, দারেমী: ১২৮৩)

গ. মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র) বলেন, ‘জোরে আমীন বলার হাদীসের সংখ্যাও বেশি এবং সেগুলো অধিকতর বিশুদ্ধ।’ (আবকারুল মিনান, পৃষ্ঠা ১৮৯)

এ সুন্নাত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স)-এর যামানা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত মক্কা মুকাররমার কাবা ঘর ও মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীতে জোরে আওয়াজের সাথে আমীন বলার সুন্নাত আজো চালু রয়েছে। তবে ইমামের আমীন বলার সাথে মুজাদ্দিগণ ‘আমীন’ বলবে; ইমামের আগে বলবে না।

২০. কিরাআত পাঠ: আমীন বলার পর একটু চুপ থেকে (সাক্তা করে) কুরআন থেকে তিলাওয়াত করবে।

ক. সকল প্রকার সালাতের প্রথম দু’রাকআতে ফাতিহা পাঠের পর অপর একটি সূরা পড়বে, অথবা কোন সূরার অংশবিশেষ পড়বে।

খ. আর তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহার পর রাসূলুল্লাহ (স) কখনো সূরা মিলাতেন, আবার কখনো মিলাতেন না।

গ. প্রথম রাকআতে সূরা পাঠ তুলনামূলকভাবে একটু দীর্ঘায়িত করতেন।

ঘ. যোহর ও আসরের সালাতে ইমামের পেছনে প্রথম দু’রাকআতে মুজাদ্দিগণও সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা পড়তে পারে। আবার শুধু ফাতিহা পাঠ করেও ক্ষান্ত হতে পারে।

ঙ. একই রাকআতে সূরার অংশবিশেষ বা পূর্ণ সূরা বা একাধিক সূরা পাঠ করা জায়েয।

২১. সাক্তা: সূরা পাঠ শেষ হলে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) সামান্য পরিমাণ সময় চুপ থেকে দম নিতেন। অতঃপর রুকুতে যেতেন এবং রুকুতে যাওয়ার সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলতেন। (আবু দাউদ: ৭৭৮)

২২. রুকুতে যাওয়ার পদ্ধতি: রুকুতে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (স) পুনরায় দু’হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠাতেন। রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় সাহাবায়ে কেলামও এভাবে দু’হাত উঠাতেন। (বুখারী: ৭৩৬-৭৩৮, ইফা ৭০০-৭০২, আধুনিক ৬৯২-৬৯৪,; মুসলিম: ৩৯১)

২৩. **রুকুর পদ্ধতি:** রুকুতে রাসূলুল্লাহ (স) হাঁটুতে হাত রাখতেন এবং তাঁর পিঠ সোজা রাখতেন। অর্থাৎ মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত তাঁর পিঠটা মাটির সমান্তরালে এমন সোজা করে রাখতেন, যার উপর পানি রাখলেও ঐ পানি সমান উচ্চতায় স্থির হয়ে থাকবে। (ইবনে মাজাহ: ৮৭২)

২৪. **রুকু অবস্থায় হাত রাখার নিয়ম:** হাঁটুতে হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে রাখবে। (আবু দাউদ: ৭৩১)

২৫. **রুকুর তাসবীহ:** রুকুতে তিনি (ক) নিম্নোক্ত তাসবীহ তিন বা ততোধিক বার পাঠ করতেন: **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** 'আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' (খ) তিনি কখনো কখনো রুকুতে এ দু'আও পড়তেন :

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ .

'হে দুর্দান্ত প্রতাপশালী, রাজত্ব, অহংকার ও বড়ত্বের মালিক আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' (আবু দাউদ: ৮৭৩)

যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না রাসূলুল্লাহ (স) ঐ ব্যক্তিকে সালাত চোর বলে আখ্যায়িত করেছেন। (ইবনু আবী শাইবা: ১/৮৯/২)

বুখারীতে আছে, বিশিষ্ট সাহাবী ছুয়াইফা (রা) একবার দেখলেন যে, এক ব্যক্তি তার সালাতে রুকু সিজদা ঠিকমত আদায় করছে না। তখন তাকে তিনি বললেন, যদি তুমি এভাবে সালাত আদায় করতে থাক আর এ অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে সে মৃত্যু হবে মুহাম্মদ (স)-এর তরীকার বাইরে।

(বুখারী: ৩৮৯, ইফা ৩৮২, আধুনিক ৩৭৬)

অপর এক হাদীসে এসেছে— রুকু সিজদা ঠিকমতো আদায় না করলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ হতে বিচ্যুত অবস্থায় তুমি মারা যাবে।

(বুখারী : ৭৯১, ইফা ৭৫৫, আধুনিক ৭৪৭)

২৬. **রুকু থেকে উঠার নিয়ম:** অতঃপর রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময়ও রাসূলুল্লাহ (স) তাকবীরে তাহরীমার মতোই তাঁর দু'হাত কাঁধ (বা কান) বরাবর উঠাতেন। এ কাজকে আরবীতে 'রাফ'উল ইয়াদাইন' বলা হয়। তবে সিজদা করার সময় রাফ'উল ইয়াদাইন' করতেন না। (বুখারী: ৭৩৫, ইফা ৬৯৯, আধুনিক ৬৯১; মুসলিম: ৩৯০)

১৮ ❖ যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স)

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর নামাযে ‘রাফউল ইদাইন’ করতেন মর্মে ৩৩টির মতো সহীহ হাদীস রয়েছে। তাছাড়াও ইমাম বুখারী (র) তাঁর সংকলিত ‘জুযুউ রাফয়িল ইয়াদাইন’ গ্রন্থে এর পক্ষে সহীহ ও দঈফ মিলিয়ে মোট ১৯৮টি হাদীস জমা করেছেন। উল্লেখ্য যে, যারা ‘রাফউল ইয়াদাইন’ করে না তাদের পক্ষেও দলীল আছে। সেটি সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তবে এর সংখ্যা মাত্র একটি। আর দুর্বল হাদীস ও সহীহ আছার মিলিয়ে এর পক্ষে আরো ৪/৫টি বর্ণনা পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ‘রাফউল ইয়াদাইনের’ পক্ষের হাদীসের সংখ্যা দুইশতেরও বেশি। এগুলোর শুদ্ধতাও বেশি। অতএব এই আমল করলে সাওয়াবও অনেক বেশি হবে, ইনশাআল্লাহ। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, ‘হাদীস সহীহ হলে এটাই আমারই মাযহাব।’ অতএব, হানাফী হলেও এমন একটা সুন্নাত আমলের মধ্যে মাযহাবের কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আজীবন ‘রাফউল ইয়াদাইন’ করেছেন (যাদুল মা‘আদ)। অতএব, বিষয়টি নিয়ে একে অপরকে কটাক্ষ না করি, খড়গহস্ত না হই। বিশেষ করে যারা দীর্ঘদিন যাবত ‘রাফউল ইয়াদাইনে’ অভ্যস্ত নয় তারাও মনে দ্বিধা-সংকোচ না রেখে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহব্বতে এ সুন্নাতটি আমল করা উচিত।

২৭. কাওমার সময়: রুকু থেকে উঠার নাম কাওমা। রুকুতে রাসূলুল্লাহ (স) যে পরিমাণ সময় ব্যয় করতেন রুকু থেকে উঠেও তিনি প্রায় সেই পরিমাণ বা তার কাছাকাছি সময় পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। (বুখারী: ৭৯২, ইফা ৭৫৬, আধুনিক ৭৪৮)

আনাস ইবনে মালেক (রা) একবার নবী (স)-এর সালাত আদায়ের পদ্ধতি দেখাতে গিয়ে তিনি যখন রুকু থেকে মাথা উঠালেন তখন (এত দীর্ঘ সময়) দাঁড়িয়ে রইলেন যে, অন্যরা মনে করল তিনি (বোধহয় সিজদার কথা) ভুলেই গিয়েছেন। এভাবে ধীরস্থিরভাবে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবায়ে কেলাম সালাত আদায় করতেন।

রাসূলুল্লাহ (স) ইমাম হয়ে বা একাকী সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় তিনি বলতেন, ‘سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ’ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার কথা শুনেছেন।’ (বুখারী ৭৮৯, ইফা ৭৫৩)

যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স) ❖ ১৯

২৮. রুকু হতে উঠার পর দুআ

ক. অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী সালাত আদায়কারী সকলেই বলতেন, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ‘হে আমাদের রব! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা।’ (বুখারী: ৭৪৫ আধুনিক)

খ. অথবা বলতেন, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ‘হে আমাদের রব! তোমারই জন্য অধিক বরকতময় ও উত্তম প্রশংসা।’ (বুখারী: ৭৯৯, ইফা ৭৬৩, আধুনিক ৭৫৫)

উপরোক্ত দু’আটির ব্যাপারে একবার রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি দেখলাম এ দু’আ পাঠের সাওয়াব (এত বেশি যে, পাঠকের আমলনামায় তা) কে আগে লিখবে এ নিয়ে ৩০ জনের অধিক ফেরেশতা প্রতিযোগিতায় লেগে গেছে। (বুখারী : ৭৯৯, ইফা ৭৬৩, আধুনিক ৭৫৫)

গ. ‘রাব্বানা লাকাল হাম্দ’ বলার পর নবী (স) কখনো এ দু’আটিও পড়তেন-
مِلَاءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلَاءَ الْأَرْضِ وَمِلَاءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلَاءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.
মাঝে মাঝে এর সাথে আরও কিছু বৃদ্ধি করে বলতেন,

أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ كُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ...

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, এ দু’আগুলো পড়ার সময় পর্যন্ত দেৱী করা কাণ্ডমার সময় বিবেচিত হবে।

এ দু’আগুলো পাঠ করলে কাউমার (রুকুর পর স্থির হয়ে দাঁড়ানোর) হকও আদায় হয়ে যাবে।

২৯. সিজদায় যাওয়ার পদ্ধতি: রাসূলুল্লাহ (স) সিজদায় যাওয়ার সময় আল্লাহ আকবার বলতেন। আবু হোরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মাটিতে হাটু রাখার পূর্বে হাত রাখবে। (আবু দাউদ : ৮৪০, নাসাই : ১০৯৪, হাদীসটি সহীহ)। অন্য হাদীসে আছে, তিনি আগে দুই হাটু মাটিতে রাখতেন (আবু দাউদ: ৮৩৮, ৮৩৯)।

৩০. সিজদা করার পদ্ধতি: নবী করীম (স) সিজদারত অবস্থায় হাতের তালু মাটিতে বিছিয়ে রাখতেন (বুখারী: ৮২৮, ইফা ৭৯০, আধুনিক ৭৮২)। সাতটি অঙ্গের উপর ভর দিয়ে সিজদা করতেন (বুখারী: ৮১২, মুসলিম: ৪৯০)। যেমন-

(ক) কপাল ও নাক (তিনি [স] হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করে নাককে কপালের অন্তর্ভুক্ত করেন) [বুখারী: ৮১২], ইফা ৭৭৫, আধুনিক ৭৬৭। (খ) দুই হাত, (গ) দুই হাঁটু। (ঘ) দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগ।

কপালের মতো নাকও মাটিতে রাখতে হবে। তিনি (স) হাতের আঙ্গুলগুলো সোজা করে নরমভাবে কিবলামুখী করে রাখতেন। দুই পায়ের গোড়ালি একত্রে ভালোভাবে মিলিয়ে রাখতেন (ছহীহ ইবনে খুযাইমা: ৬৫৪)।

সে সময় রাসূল (স)-এর মুখমণ্ডল তাঁর দুই হাতের মধ্যবর্তী স্থানে কাঁধ বা কান বরাবর রাখতেন এবং হাতের কজি থেকে কনুই পর্যন্ত তাঁর বাহু যমীন থেকে উপরে উঠিয়ে রাখতেন। সাবধান! কুকুরের মতো কনুই পর্যন্ত হাত দুটো যমীনে বিছিয়ে দেবে না (বুখারী: ৮২২, আধুনিক ৭৭৬)। তিনি দুই পায়ের আঙ্গুলে ভর করে হাঁটু দাঁড় করিয়ে রাখতেন। কনুই ও বগল ফাঁকা থাকবে। সিজদা লম্বা হবে এবং পিঠ সোজা থাকবে। আল্লাহ ঐ বান্দার সালাতের দিকে তাকান না, যে ব্যক্তি তার সালাতে রুকু ও সিজদার মধ্যে নিজের মেরুদণ্ড সোজা করে না (আহমাদ: ২/৫২৫; তাবরানী; মু'জামুল কবীর: ৮/৩৩৮)। রাসূলুল্লাহ (স) পেট থেকে উরু এতটুকু পরিমাণ দূরে রাখতেন, যাতে উক্ত ফাঁকা অংশ দিয়ে একটি বকরির বাচ্চা বা ছাগল ছানা আসা-যাওয়া করতে পারে (মুসলিম: ৪৯৬)। তাছাড়া দুই উরুর মাঝখানে একটু ফাঁকা থাকবে। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এই একই পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মতো সিজদা করবে।

মেয়েদের আলাদা পদ্ধতিতে সিজদা করার কোনো কথা হাদীসে নেই। মেয়েদের কেউ কেউ হাত ও কনুই পর্যন্ত বাহু জমিনে বিছিয়ে বিছানার সাথে একেবারে মিশে গিয়ে সিজদা করে। অথচ এমনভাবে সিজদা করতে আল্লাহর রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। সিজদা করার এ পদ্ধতিকে রাসূলুল্লাহ (স) কুকুরের বসার সাথে তুলনা করেছেন। আনাস বিন মালেক (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ

(স) বলেছেন, لَا يَسُطُّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

‘সিজদার সময় তোমাদের কেউই যেন দুই বাহু বিছিয়ে না দেয়, যেমনভাবে বিছিয়ে দেয় কুকুর।’ (বুখারী: ৮২২, ইফা ৭৮৪, আধুনিক ৭৭৬)

৩১. সিজদার তাসবীহ: সিজদায় রাসূল (স) নিম্নের তাসবীহটি পড়েছেন:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى -

‘আমি আমার সুউচ্চ মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।’

৩২. সিজদার দু'আ: সিজদা অবস্থায় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হন। তাই রাসূলুল্লাহ (স) সে সময় বেশি বেশি দু'আ করতে বলেছেন (মুসলিম: ৪৮২)। কেননা এটি দু'আর উত্তম মুহূর্ত। তা ফরয বা নফল যে কোনো সালাতেই হোক না কেন। সিজদায় আমাদের রাসূলুল্লাহ (স) বহু ধরনের দু'আ করতেন। তন্মধ্যে নিম্নে একটি দু'আ উল্লেখ করা হলো:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ - دِقَّةً وَجِلَّةً - أَوْلَهُ وَأَخِرَهُ - عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.
'হে আল্লাহ! আমার সব গোনাহ তুমি ক্ষমা করে দাও, হোক তা ছোট বা বড়, আগের বা পরের, প্রকাশ্য বা গোপন।' (মুসলিম: ৪৮৩)

আবার কোনো কোনো তাসবীহ রাসূলুল্লাহ (স) রুকু ও সিজদাহ উভয় অবস্থাতেই পড়তেন, আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) রুকু ও সিজদায় পড়তেন-

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

'আমাদের এবং সমস্ত ফেরেশতা ও জিবরীলের প্রতিপালক অত্যন্ত পূত-পবিত্র।' (মুসলিম: ৪৮৭)

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেন, রুকুতে আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা, আর সিজদাতে অধিক পরিমাণে দু'আ কর (মুসলিম: ৪৭৯)। উল্লেখ্য, রুকু ও সিজদা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত নিষেধ। তবে, কুরআনে বর্ণিত দু'আগুলো সিজদায় দু'আ হিসেবে পড়া যেতে পারে। কোনো কোনো ফকীহ সিজদায় আরবী ছাড়া অন্যকোনো ভাষায় দু'আ না করাই শ্রেয় বলে মতব্যক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ সিজদাতে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায়ও দু'আ করা জায়েয মনে করেন।

৩৩. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে সময়ের পরিমাণ

সিজদায় যে পরিমাণ সময় ব্যয় করবে এখানেও প্রায় সে পরিমাণ সময় লম্বা করবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর রুকু, সিজদা, দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর পরবর্তী কিয়ামের সময়ের পরিমাণ প্রায় সমান সমান বা তার কাছাকাছি ছিল। (বুখারী: ৭৯২, ইফা ৭৫৬, মুসলিম: ৪৭১)

৩৪. দ্বিতীয় সিজদা: 'আল্লাহ আকবার' বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে এবং প্রথম সিজদার ন্যায় তাসবীহ ও দু'আ পড়বে। (বুখারী : ৮২৫, ইফা ৭৮৭, আধুনিক ৭৭৯)

২২ ❖ যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স)

৩৫. জলসায়ে ইস্তিরাহা: দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্বক্ষণে রাসূলুল্লাহ (স) একটু সময় স্থির হয়ে বসতেন (বুখারী: ৮২৩, আধুনিক ৭৭৭)। এ বৈঠককে ‘জলসায়ে ইস্তিরাহা’ বা আরামে বসা বলা হয়।

৩৬. সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর নিয়ম: আল্লাহ্ আকবার বলে প্রথমে হাত পরে হাঁটু উঠাবে। অথবা, মাটিতে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবে। উভয়ই জায়েয।

৩৭. দ্বিতীয় রাকাত আত এবং পরবর্তী রাকাতের পদ্ধতি: প্রথম রাকাত ছাড়া পরবর্তী কোনো রাকাত আত আর ছানা পড়তে হয় না এবং আউযুবিল্লাহ পড়ারও দরকার নেই। তবে প্রতি রাকাত আতেই সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। আর বাকি সব নিয়ম-কানুন প্রথম রাকাতের মতোই। তবে প্রথম রাকাতের তুলনায় দ্বিতীয় রাকাতের কিরাআত পড়া ছোট করা ভালো। (মুসলিম: ৪৫১)

৩৮. প্রথম বৈঠকের পদ্ধতি: দুরাকআত নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ (স) ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলে সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে পুরোপুরি সোজা হয়ে বসতেন। সে সময় বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে (পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে) বসতেন। বসা অবস্থায় দুই হাত উরুতে রাখতেন (নাসাঈ: ১২৬৪; তিরমিযী: ২৯২)। এ কায়দার বৈঠককে ‘ইফতিরাশ’ বলা হয়।

৩৯. দ্বিতীয় বৈঠকের পদ্ধতি: তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতের দ্বিতীয় বৈঠকে বাম পা ডান পায়ের নিচ দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে নিতম্বের উপর ভর করে বসবে। তখন ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে খাড়া করে রাখবে। এ পদ্ধতির বৈঠককে ‘তাওয়্যারক্বক’ বলা হয়। (দেখুন, বুখারী: ৮২৮, ইফা ৭৯০, আধুনিক ৭৮২)

৪০. বসা অবস্থায় আঙ্গুল রাখার পদ্ধতি: বাম হাত বাম উরুর উপর রেখে আঙ্গুলগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবেন। আর ডান হাত ডান উরুর উপর রেখে ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা এ দুটি আঙ্গুল গুটিয়ে এনে বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুল দুটির মাথা একত্র করে গোলাকার বৃত্তের মতো করে ধরে রাখবেন এবং শাহাদাত আঙ্গুলটি তখন মৃদুভাবে নাড়াবেন। আর মুসল্লীর এ কাজটি শয়তানের জন্য খুবই কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উল্লেখ্য, আঙ্গুলটি ইশারা করেই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে ফেলবেন না; বরং সালাম ফেরানোর পূর্ব পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুলটি খাড়া করে মৃদুভাবে নেড়ে দু'আ করতে থাকবেন। অর্থাৎ, দু'আগুলোর অর্থের দিকে খেয়াল রাখবেন এবং আল্লাহ্‌য়া শব্দ উচ্চারণ হলেও আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করবেন। হাদীসে এসেছে, **يَدْعُو بِهَا**

৪১. দু' সিজদার মাঝখানে যে দু'আ পড়া সুন্নাত: দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ের বৈঠকে আল্লাহর রাসূল (স) নিম্নবর্ণিত দু'আগুলো পড়তেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَأَرْحَمْنِيْ وَأَهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَأَرْزُقْنِيْ.

‘হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে হেদায়াত দাও, আমাকে সুস্থ ও নিরাপদে রাখ এবং আমাকে রিয়ক দান কর।’

(আবু দাউদ: ৮৫০)

৪২. বসা অবস্থায় যা পড়তে হয়: যদি প্রথম বৈঠক হয় তাহলে দ্বিতীয় রাকআতের পর শুধু ‘আত্তাহিয়্যাতু’ পড়বে ‘আবদুহু ওয়া রাসূলুহু’ পর্যন্ত। আর যদি শেষ বৈঠক হয় তাহলে প্রথমে আত্তাহিয়্যাতু, এরপর দরুদ, তারপর দু'আ মাছুরা এবং সম্ভব হলে একাধিক দু'আ মাছুরা পড়বে। রাসূলুল্লাহ (স) এভাবেই করেছেন।

ক. প্রথমে নিম্নবর্ণিত আত্তাহিয়্যাতু পড়বে—

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

‘যাবতীয় অভিবাদন, সর্বপ্রকার সালাত ও পবিত্রতা কেবল আল্লাহ তাআলারই প্রাপ্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক এবং আমাদের ও আল্লাহর সমস্ত নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার আর কোনো মাবুদ নেই এবং এ কথাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।’ (বুখারী: ৮৩১, ইফা ৭৯৩, আধুনিক ৭৮৫)

খ. অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) এ দরুদটি পড়তেন, যাকে দরুদে ইবরাহীমও বলা হয়ে থাকে।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

‘হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করো, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর বংশধরের ওপর বরকত নাযিল করো, যেমন বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।’ (বুখারী: ৩৩৭০)

গ. সবশেষে পড়বে দু’আ মাছূরা (নিম্নবর্ণিত যে কোনো এক বা একাধিক)

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمِنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া কেউ (ঐ) পাপসমূহ ক্ষমাকারী নেই। অতএব, তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।’ (বুখারী: ৮৩৪, ইফা ৭৯৫, আধুনিক ৭৮৭)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় চাই দুনিয়ার জীবনের ফিতনা ও বিপর্যয় এবং মৃত্যুর যাতনা হতে। আরো আশ্রয় চাই দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

(বুখারী: ১৩৭৭)

উল্লেখ্য, ১০টিরও অধিক দু’আ মাছূরা রয়েছে, যা বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ (স) সালাতে পাঠ করতেন।

৪৩. সালাম ফেরানো: অতঃপর ডানে ও বামে **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ** বলে সালাম ফিরিয়ে সালাত সমাপ্ত করবে।

সালাম দু'দিকে ফিরালেও মূলত এটাকে একটি কাজ ধরা হয়। সেজন্য একদল ফকীহর মতে, সবচেয়ে সहीহ পদ্ধতি হলো, ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় সালাম ফেরানো শেষ হলে মুক্তাদিরা প্রথম সালাম শুরু করবে। অতঃপর দ্বিতীয় সালাম ফেরাবে।

মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়্যারার মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুন নববীসহ সে দেশের মসজিদগুলোতে মুসল্লিরা এভাবেই সালাম ফেরায়।

৪৪. ইমামের ইক্তেদা করা: কোন অবস্থাতেই রুকু, সিজদা, উঠা বা বসাসহ কোনো কাজই ইমামের আগে আগে করা জায়েয নেই। এ ব্যাপারে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এসব কাজ ইমামের সাথে সাথেও করা ঠিক নয়; বরং সঠিক হলো ইমামের তাকবীর প্রদানের আওয়াজ শেষ হওয়ার পরই তা করা।

৪৫. ইমামের পেছনে মুক্তাদি যা যা পড়বে: ইমাম যখন 'সামি'আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ' বলবে মুক্তাদি তখন বলবে 'রব্বানা লাকাল হাম্দ'। এছাড়া 'আল্লাহ্ আকবার', তাসবীহ, তাশাহ্হুদ, দু'আ-দরুদ ও সূরা ফাতিহা ইমাম যেমন পড়বে, মুক্তাদি হুবহু তাই পড়বে। বিশেষ করে নীরবে পঠিত সালাতে মুক্তাদিদের সূরা ফাতিহা পড়াকে অধিকাংশ আলেম ফরয বলেছেন। ইচ্ছা করলে মুক্তাদি ইমামের পেছনে ফাতিহা পরবতী অন্য সূরাও পড়তে পারে, বা না পড়লেও কোনো দোষ নেই।

৪৬. লুকমা দেওয়া: জামা'আতে নামাযে ইমাম ভুল করলে পেছন থেকে পুরুষ মুসল্লীরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, 'আল্লাহ্ আকবার' বলবে না। আল্লাহ্ আকবার বলে লুকমা দেওয়ার পক্ষে কোনো দলীল পাওয়া না। মহিলা মুসল্লীরা ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠে মেরে তালি দিয়ে আওয়াজ করবে (বুখারী: ১২০৩ ও মুসলিম: ৪২২) নারীরা মুখে কিছুই বলবে না।

৪৭. ছহ সিজদা: ভুলক্রমে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে অথবা কোনো ওয়াজিব বা রুকন আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হলে অথবা কোনো ওয়াজিব বা রুকন অতিরিক্ত হয়ে গেলে ছহ সিজদা দিতে হয়।

প্রচলিত নিয়মে শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে ডান দিকে একবার সালাম ফিরিয়ে দু'টি ছুঁ সিজদা দেওয়া হয়। এরপর আবার তাশাহুদ, দু'রুদ ও দু'আ মাছুরা পড়ে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা হয়। কিন্তু এ পদ্ধতির পক্ষে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না।

ছুঁ সিজদার বিশুদ্ধ পদ্ধতি: শেষ বৈঠকে তাশাহুদ, দু'রুদ ও দু'আ মাছুরা পড়া শেষ হলে আল্লাহ আকবার বলে দু'টি সিজদা করবে। অতঃপর ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে। এটিই হলো বিশুদ্ধ পদ্ধতি। দেখুন বুখারী: ১২৩০।

৪৮. মুসল্লীদের দিকে ইমামের ঘুরে বসা: জামাতে নামাযের সালাম ফেরানোর পর রাসূলুল্লাহ (স) ইমাম অবস্থায় কিবলার দিক থেকে ঘুরে মুক্তাদিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। (বুখারী: ৮৪৫, ইফা ৮০৫, আধুনিক ৯৯৭)

৪৯. ফরয সালাতের পর পঠিতব্য দু'আ ও যিকর: ফরয সালাতের সালাম শেষে রাসূলুল্লাহ (স) অনেক দু'আ ও যিকর করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নে কিছু যিকর উল্লেখ করা হলো:

ক. তিনবার 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ' বলতেন।

খ. অতঃপর এ দু'আটি পড়তেন:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ - تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

'হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমা হতেই শান্তি উৎসারিত হয়। তুমি বরকতময় হে মহান ও সম্মানের অধিকারী।' (মুসলিম : ৪৯১)

গ. নবী (স) প্রত্যেক ফরয সালাতের শেষে এ দু'আটিও পড়তেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

'এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই। মহাবিশ্বের সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই এবং সকল প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ! তুমি যা দিয়েছ, তা রোধ করার কেউ নেই। আর তুমি যা রোধ করেছ, তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর তোমার নিকট (সং কাজ ছাড়া) কোনো ধনবানের ধন

তোমার আযাবের মোকাবেলায় কোনো উপকারে আসে না।' (বুখারী: ৬৩৩০, মুসলিম: ৫৯৩)

ঘ. তিন তাসবীহ: নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, 'আল হাম্দুলিল্লাহ' ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আক্বার' ৩৩ বার পাঠ করার পর নিম্ন বর্ণিত দু'আটি ১ বার পড়ে মোট ১০০ বার পূর্ণ করবে তার সমস্ত ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। (মুসলিম: ৫৯৭)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَكَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব ও প্রশংসা শুধু তাঁরই। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

ঙ. আয়াতুল কুরসী পাঠ: নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো জিনিসই জান্নাতে পৌঁছতে বাঁধা দিতে পারবে না। (নাসাঈ: ১০০, তাবরানী: ৭৫৩২)

চ. তারপর ফজর ও মাগরিব বাদ পড়বে সূরা ইখলাস ৩ বার, সূরা ফালাক ৩ বার, সূরা নাস ৩ বার। অন্যান্য ফরয সালাতের শেষে এ ৩টি সূরা পড়বে ১ বার করে। (আবু দাউদ: ১৫২৩)

এছাড়াও যদি কেউ অন্য কোনো যিকির-আযকার করতে চান তাহলে তা একাকী করতে পারেন। তাছাড়া তাসবীহ আঙুলে গুণে পড়া সুন্নাত।

উল্লেখ্য, ফরয সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (স) জামা'আতবদ্ধভাবে কখনও দু'আ করেননি। মক্কা, মদীনা ও আরাফাতের সর্ববৃহৎ জমায়েতেও এ ধরনের প্রচলন নেই। মদীনা শরীফের উলামায়ে কেরাম এ পদ্ধতির মুনাযাতকে বিদআত বলেছেন। আমাদের কাছে ভালো মনে হলেও নবী (স)-এর সুন্নাতের বাইরে অতিরিক্ত কোনো কিছু যোগ করা জায়েয নয়।

أَحْكَامُ الصَّلَاةِ وَأَرْكَانُهَا

সালাতের আহকাম-আরকান

ক. সালাতের আহকাম বা শর্তসমূহ

আহকাম শব্দটি বহুবচন, একবচনে হুকুম। এগুলো হলো সালাতের বাইরের ফরয। সালাতের শর্তসমূহকে আহকাম বা আরকান বলা হয়ে থাকে। সালাতের হুকুমসমূহ নিম্নরূপ:

১. শরীর পাক (অর্থাৎ সালাতের আগে ওয়ূ করে পবিত্র হতে হবে, আর গোসল ফরয হলে আগে গোসল করে নিতে হবে), ২. পোশাক পাক, ৩. জায়গা পাক, ৪. সময় হওয়া, ৫. সতর ঢাকা, ৬. কিবলামুখী হওয়া, ৭. নিয়ত করা।

অপরদিকে সালাত ফরয হওয়ার জন্য বিজ্ঞ ফকীহগণ আরও ৩টি শর্ত যোগ করেছেন। আর তা হলো- (ক) ইসলাম গ্রহণ (খ) হুঁশ-জ্ঞান থাকা ও (গ) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

[দলীল: [এক] বুখারী: ১৩৫, ইফা ১৩৭, আধুনিক: ১৩২, [দুই] আবু দাউদ ৩৭৮-৩৭৯, [তিন] বুখারী: ২২০, ইফা ২২০, আধুনিক ২১৪, [চার] সূরা নিসা: ১০৩, [পাঁচ] সূরা আ'রাফ: ৩১, আহমদ: ২/১৮৭, [ছয়] সূরা বাকারা ১৪৪, মুসলিম: ৩৯৭, [সাত] বুখারী: ১]

উপরে বর্ণিত যেকোনো একটা হুকুম বা শর্ত জেনে-শুনে বাদ দিলে সালাত আদায় হবে না। তবে ভুলে কোনোটা বাদ গেলে সালাত আদায় হয়ে যাবে।

খ. আরকান

একবচনে রুকন ও বহুবচনে আরকান। এগুলো হলো নামাযের ভেতরের ফরয। এর সংখ্যা নিয়ে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ফকীহগণের মতে, সালাতের রুকন ১০টি:

১. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় (ফরয সালাতে সক্ষম অবস্থায়)
২. তাকবীরে তাহরীমা (প্রথম তাকবীর)
৩. সূরা ফাতিহা পাঠ (প্রত্যেক রাকাআতে)
৪. রুকু এবং রুকু থেকে উঠা।
৫. সিজদা এবং সিজদা থেকে উঠা।
৬. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক।
৭. শেষ বৈঠক ও তাশাহুদ (আন্তাহিয়াতু) পড়া।

৮. রুকনগুলো ধীরস্থিরভাবে আদায় করা ।

৯. রুকন আদায়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা (অর্থাৎ ক্রমধারা অনুযায়ী একের পর এক রুকনগুলো আদায় করা ।)

১০. সালাম ফিরানো (ডানে ও বামে)

এর কোনো একটা ফরয ইচ্ছায় বা ভুলে বাদ পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যাবে ।

[দলীল: [এক] বুখারী: ১১১৭, [দুই] বুখারী: ৭০৯, ইফা: ৭৫৭, আধুনিক: ৭৪৯, [তিন] বুখারী: ৭৫৬, ইফা ৭২০, আধুনিক ৭১২, [চার] সূরা হাজ্জ: ৭৭, বুখারী: ৭৫৭, ইফা ৭২১, আধুনিক: ৭১৩, [পাঁচ এবং ছয়] বুখারী: ৭৫৭, [সাত] বুখারী: ৭৫৭, ইফা ৭২১, বুখারী: ৮৩১, ইফা ৭৯৩, আধুনিক ৭৮৫, [আট] বুখারী: ৭৫৭, ইফা ৭২১, [নয়] ঐ, [দশ] আবু দাউদ: ৬১]

তৃতীয় অধ্যায়

وَأَجِبَاتُ الصَّلَاةِ

সালাতের ওয়াজিবসমূহ

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন একটা ওয়াজিব ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যায় । আর ভুলে বাদ পড়লে সাহ্হ সিজদা দিতে হয় । সালাতের ওয়াজিবসমূহ নিম্নরূপ:

১. সকল তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া)
২. (সূরা ফাতিহার পর) কুরআনের যেখান থেকে সহজ হয় তিলাওয়াত করা । অধিকাংশ মায়হাবে এটা সুন্নাত ।
৩. 'সামিয়াল্লাহ্ লিমান হামীদা' বলা (রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী এ তাসবীহটি পড়বে ।)
৪. 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলা, (ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামায আদায়কারী সবাই বলবে ।)
৫. মাগরিব ও চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতের প্রথম বৈঠক ।
৬. প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়া ।
৭. দরুদ পড়া (শেষ বৈঠকে), একদল ফিকহবিদের মতে, এটা রুকন ।

[দলীল: [এক] বুখারী: ৭৩৩, ইফা ৬৯৭, আধুনিক ৬৮৯, [দুই] বুখারী: ৭৫৯, ইফা: ৭২৩, আধুনিক: ৭১৫, [তিন] বুখারী: ৭৮৯, ইফা ৭৫৩, আধুনিক ৭৪৫, [চার] ঐ, [পাঁচ] বুখারী: ৮৩০, ইফা ৭৯২, আধুনিক ৭৮৪, [ছয়] নাসাঈ: ১১৬৩, [সাত] মুসলিম: ৪০৫, বুখারী: ৬৩৫৭]

৩০ ❖ যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স)

সালাতের সুন্নাতসমূহ

ফরয ও ওয়াজিব ব্যতিরেকে এমন কিছু কথা ও কাজ আছে, যা সুন্নাত। এর মধ্য থেকে কোনো কিছু জেনে, না জেনে বা ভুলে ছুটে গেলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে না, তবে সাওয়াব কমে যাবে।

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (স) ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত- এসবসহ সালাত আদায় করতেন। নিম্নে সালাতের সুন্নাতসমূহের একটি বিবরণ দেওয়া হলো:

১. দুই হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠানো: (তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে উঠার সময় এবং আঙাহিয়্যাতুর প্রথম বৈঠক থেকে উঠার সময়।) (বুখারী: ৬৯৯ ইফা.)
২. বাম হাতের উপর ডান হাত বুকের উপর রাখা। (ইবনে খুয়াইমা: ৪৭৯)
৩. দাঁড়ানো ও রুকু অবস্থায় সিজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখা। (বায়হাকী ২/২৮৩)
৪. ছানা পড়া। (বুখারী: ৭০৮ ইফা; ৭০০ আধু.)
৫. 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' পড়া। (আবু দাউদ: ৭৭৫)
৬. 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়া। (আহমদ: ৩/২৬৪)
৭. সূরা ফাতিহা পড়ার পর 'আমীন' বলা। (বুখারী: ৭৪৪ ইফা.; ৭৩৬ আধু.)
৮. যাহেরী সালাতে সূরা আওয়াজ করে পড়া। (বুখারী: ৭২৯ ইফা; ৭২১ আধু.)
৯. চুপি চুপি সালাতে (অর্থাৎ যুহর ও আসর এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে) চুপে চুপে কিরাআত পড়া। (বুখারী: ৭২৫ ইফা; ৭১৭ আধু.)
১০. কিরাআত পাঠ শেষে রুকুতে যাওয়ার পূর্বক্ষণে ক্ষণিকের জন্য একটু চুপ থাকা। (আবু দাউদ: ৭৭৮)
১১. রুকুর সময় হাটুতে দু' হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে হাটুতে শক্ত করে ধরে রাখা। (আবু দাউদ: ৭৩১; বুখারী: ৭৯০ ইফা.)
১২. রুকুতে পিঠ মাটির সমান্তরালে এমনভাবে সোজা রাখা, যাতে সেখানে পানি রাখলে তা সমান উচ্চতায় স্থির থাকে।
(আবু দাউদ: ৮৫৯, ইবনে মাজাহ: ৮৭২)
১৩. রুকুতে উভয় হাত দুই পাজর থেকে ফাঁকা করে দূরে রাখা।
(আবু দাউদ: ৭৩৪)

১৪. রুকু ও সিজদায় তিন বার তাসবীহ পড়া (বেজোড় সংখ্যা উত্তম, জোড় হলেও সমস্যা নেই)। (মুসলিম: ৭৭২)
১৫. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে একাধিকবার মাগফিরাত চাওয়া।
রাসূলুল্লাহ (স) দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে পড়তেন 'রাবিগ্ ফিরলী', 'রাবিগ্ ফিরলী'.... (আবু দাউদ: ৮৭৪)
১৬. 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বলার পর এ দু'আটি পড়া:
 مِلَّةَ السَّمَاوَاتِ وَمِلَّةَ الْأَرْضِ وَمِلَّةَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلَّةَ مَا شِئْتَ
 مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .
১৭. সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত ও পরে হাঁটু রাখা এবং উঠার সময় বিপরীতে আগে হাঁটু ও পরে হাত উঠানো। (আবু দাউদ: ৮৪০)
১৮. সিজদার সময় দুই হাতের আঙ্গুলগুলো জমিয়ে (মিশিয়ে) রাখা।
(হাকেম: ১/২২৪)
১৯. সিজদায় পায়ের আঙ্গুলগুলো পরস্পর ফাঁকা করে রাখা।
(আবু দাউদ: ৭৩০)
২০. সিজদারত অবস্থায় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে রাখা। (বুখারী: ৭৯০ ইফা.; ৭৮২ আধুনিক)
২১. দুই বাহু বক্ষদেশ থেকে ফাঁকা করে রাখা। অর্থাৎ বুকের সাথে বাহু মিশিয়ে না রাখা। (বুখারী: ৭৭০ ইফা.; ৭৬২)
২২. পেট থেকে দুই উরুকে ফাঁকা করে রাখা এবং উরুদ্বয় দুই রান থেকে ফাঁকা করে রাখা। (আবু দাউদ: ৭৩৫)
২৩. সিজদায় দুই হাত কাঁধ বা কান বরাবর রাখা এবং এ দু হাতের মধ্যবর্তী স্থানে সিজদা করা। (আবু দাউদ: ৭৩৪; তিরমিযী ২৭০, নাসাই ৮৮৯)
২৪. সিজদার সময় দুই পায়ের মধ্যখানে ফাঁক না রেখে একত্রে মিশিয়ে পা' দুটি খাড়া করে রাখা। (মুসলিম: ৪৮৬)
২৫. সিজদায় বেশি বেশি দু'আ করা। (মুসলিম: ৪৮২)
২৬. আত্তাহিয়্যাতু-এর প্রথম বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসে ডান পা খাড়া করে রাখা। (মুসলিম: ৪৯৮)
২৭. তাশাহহদের বৈঠকে দুই হাত দুই উরুর উপর অথবা দুই হাঁটুর উপর রাখা। (মুসলিম: ৫৭৯)

৩২ ❖ যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স)

২৮. তাশাহহুদের বৈঠকে এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে বাহু দুটি উরুর সাথে মিশিয়ে রাখা অর্থাৎ বাহু ও উরুর মাঝে কোনো ফাঁকা না রাখা। (নাসাঈ: ১২৬৪)
২৯. বৈঠকে ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল দুটি গুটিয়ে রেখে বৃদ্ধা ও মধ্যমা অঙ্গুলিকে গোলাকার করে ধরে কাবামুখী করে শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে দু'আর সময় ইশারা করা। (ইবনে মাজাহ: ৯১২)
৩০. দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআত এর জন্য সিজদা থেকে দাঁড়ানোর পূর্বক্ষণে 'ইস্তিরাহার' বৈঠক করা। (বুখারী: ৭৮৫ ইফা; ৭৭৭ আধু.)
৩১. সালাতের প্রথম বৈঠকে 'ইফতিরাশ' করা এবং শেষ বৈঠকে 'তাওয়াররুক' করা। অর্থাৎ, যে সালাতে মাত্র একবার তাশাহহুদ পড়া হয় সে বৈঠকে 'ইফতিরাশ' করা, আর দুই বার তাশাহহুদ পড়া হয় এমন সালাতের শেষ বৈঠকে 'তাওয়াররুক' করা।
৩২. বসা অবস্থায় ডান হাতের দৃষ্টি শাহাদাত অঙ্গুলি অতিক্রম না করা। (নাসাঈ: ১২৭৫, ১৬৬০)
৩৩. আত্তাহিয়্যাতে পড়া শেষে দু'আ করা এবং চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় চাওয়া: (ক. কবরের আযাব, খ. আগুনের আযাব, গ. জীবনমৃত্যুর ফেতনা, ঘ. দাজ্জালের ফেতনা) [বুখারী: ১৩৭৭]
৩৪. সালাম দেওয়ার সময় ডানে ও বামে মুখ ফিরানো। (মুসলিম: ৫৮২, ৪৩১)

পঞ্চম অধ্যায়

مَكْرُوهَاتُ الصَّلَاةِ

সালাতে মাকরুহ কাজ

বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন যেন তার রবের সামনে হাজির হয়। এ মহান সাক্ষাতে যা সব ধরনের অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত তথা মাকরুহ কাজ পরিহার করে সালাত সম্পাদন করা উচিত। নিচে মাকরুহ অর্থাৎ অপছন্দনীয় কাজের একটি বিবরণ দেয়া হলো। এগুলোতে সালাত ভঙ্গ না হলেও সালাতের আদব রক্ষার জন্য এগুলো থেকে দূরে থাকা উচিত।

১. অনর্থক এদিক সেদিক তাকানো।
২. আকাশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। এ বিষয়ে রাসূল (স)-এর কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এমনকি দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার শাস্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।
৩. মাটিতে হাত বিছিয়ে সিজদা করা।

যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স) ❁ ৩৩

৪. বিনা প্রয়োজনে চোখ বুঝে থাকা ।
৫. সালাত থেকে অমনোযোগী করে এমন বস্তুর দিকে দৃষ্টি দেওয়া । যেমন ছবি, কোনো লেখা বা এ জাতীয় কোনো কিছু ।
৬. নামাযের সামনে এমনকিছু রাখা, যা মুসল্লীকে সালাত থেকে অন্যমনস্ক করে, অমনোযোগী করে ।
৭. চতুস্পদ জন্তুর মতো হাঁটু গেঁড়ে বসা ।
৮. নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে অনর্থক তামাশা করা ।
৯. আঙ্গুলের ভেতর আঙ্গুল ঢুকানো, আঙ্গুল ফুটানো ।
১০. খাবার নিয়ে আসলে না খেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় সালাত শুরু করা ।
১১. পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে সালাত আদায় করা ।
১২. মুসল্লীর সামনে কিংবা ডানে থুতু নিক্ষেপ করা ।
১৩. চুল, দাড়ি ও কাপড় টানাটানি করা ।
১৪. সালাতে চুল বাঁধা ।
১৫. মুখ ঢেকে রাখা ও কাঁধের দুপাশে চাদর, গামছা ও পাগড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া ।
১৬. ইমাম ব্যতীত অন্যের জন্য মসজিদে সালাতের স্থান নির্দিষ্ট করে নেওয়া ।
১৭. বৈঠকে হাতে ভর দিয়ে বসা ।
১৮. হাই উঠলে মুখ হা করে রাখা ।
১৯. কাতারে পৌছার আগেই তাড়াহুড়া করে রুকু করা ।
২০. কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন ও দুর্গন্ধযুক্ত কিছু খেয়ে মসজিদে সালাত আদায় করা ।
২১. তন্দ্রাছন্ন হয়ে সালাত আদায় করা ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

مُطَلَّاتُ الصَّلَاةِ

সালাত ভঙ্গকারী কাজসমূহ

নিচে বর্ণিত যেকোনো কাজ করলে সালাত ভঙ্গ হয়ে যায় । পরে এ সালাত আবার আদায় করতে হয় । আর তা হলো:

১. সালাতের শর্ত ভঙ্গকারী কোনো কাজ করা । যেমন- পবিত্রতা নষ্ট হওয়া, সতর খুলে যাওয়া, সালাতে কিবলা পরিবর্তন করে ফেলা ইত্যাদি ।
২. জেনে-শুনে স্বেচ্ছায় সালাতের কোনো রুকন বা ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া ।
৩. স্মরণ থাকা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা ।
৪. পাশের মুসল্লী বা অন্য কেউ শুনতে পায় এমন আওয়াজ করে হাসি দেওয়া ।

৩৪ ❖ যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স)

৫. ইচ্ছাকৃতভাবে কোনোকিছু খাওয়া বা পান করা ।
৬. বিনা কারণে বার বার বেহুদা নড়াচড়া করা ।
৭. কোনো রুকন বাদ দেওয়া ।
৮. সালাতে কোনো রুকন ইচ্ছাকৃতভাবে বৃদ্ধি করা ।
৯. ইচ্ছা করে কোনো রাকাআত অতিরিক্ত যোগ করা ।
১০. ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামের আগে মুজাদ্দীর সালাম ফিরানো ।
১১. সালাতের ভিতরেই সালাত ভঙ্গ করার নিয়ত করা ।

সপ্তম অধ্যায়

الْأُمُورُ الَّتِي لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَإِنْ ظَنُّوا أَنَّهَا مِنَ الْمُفْسِدَاتِ

যেসব কাজে সালাত ভঙ্গ হয় না

যদিও অনেকেই সেগুলোকে সালাত ভঙ্গকারী মনে করে

১. নফল সালাতে কুরআন শরীফ দেখে তিলাওয়াত করা ।
২. দু'পায়ের নিচে বা বামপাশে থুতু নিক্ষেপ করা ।
৩. ভুলবশত কোনো কিছু পানাহার করা ।
৪. প্রয়োজন হলে পুরুষদের সুবহানাল্লাহ বলা ও মেয়েদের হাত তালি দেওয়া ।
৫. প্রয়োজন হলে শিশু বহন করে বা কোলে নিয়ে সালাত আদায় করা ।
৬. জান্নাত বা জাহান্নামের আয়াত শুনে কান্না এসে যাওয়া ।
৭. সিজদায় দু'আ করা ।
৮. নামাযরত অবস্থায় সামনের কাতারের ফাঁকা বন্ধ বা কাতার সোজা করতে একটু হাঁটা বা এগিয়ে যাওয়া ।
৯. অন্য কেউ না থাকলে একান্ত প্রয়োজনে আগত্বকের জন্য দরজা খুলে দেওয়া ।
১০. সালাতের সামনে দিয়ে কেউ হাঁটলে হাত বাড়িয়ে বাধা প্রদান করা ।
১১. দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় সালাতে ঘুম এসে যাওয়া ।

অষ্টম অধ্যায়
صَلَاةُ الْوَتْرِ
বিতরের সালাত

বিতরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি: তিন রাকআত বিতর তিনভাবে পড়ার প্রচলন রয়েছে।

প্রথম পদ্ধতি: অন্যান্য সালাতের মতো প্রথমে দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নেবেন। অতঃপর পৃথকভাবে আরেক রাকআত পড়ে রুকূর আগে বা পরে দু'আ কুনূত পড়ে সিজদা শেষে আবার বসে সালাম ফিরাবেন। (মুসলিম: ১২৫২)

দ্বিতীয় পদ্ধতি: অন্যান্য নামাযের মতোই প্রথম ও দ্বিতীয় রাক'আত পড়বে। তৃতীয় রাকআতে কিরাআত পাঠ শেষে দু'আ কুনূত পড়ে রুকূতে চলে যাবে অথবা কিরাআত পাঠের পর রুকূ দিয়ে আবার উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'আ কুনূত পড়ে একেবারে সিজদায় চলে যাবে। তবে দ্বিতীয় রাকআতের পর তাশাহহুদের জন্য না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যাবে। শুধু মাত্র তৃতীয় রাকআতের পর বসবে এবং আঙাহিয়্যাতু, দরুদ ও দু'আ মাছুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নেবে।

আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) তিন রাকআত বিতরের সালাত আদায় করতেন। এর মাঝে তাশাহহুদের জন্য বসতেন না। একাধারে তিন রাকআত পড়ে শেষ রাকআতে বসতেন ও তাশাহহুদ পড়তেন। এভাবে উমর (রা)ও বিতর পড়তেন। (হাকেম: ১১৪০)

তৃতীয় পদ্ধতি: এ পদ্ধতিটি আমাদের দেশে প্রচলিত। এ পদ্ধতিতে ২য় রাকআত শেষে বসে তাশাহহুদ পড়া হয়। (১) বিশ্বের খ্যাতনামা আলেম ভারতের আল্লামা ছফীউর রহমান মুবারকপুরী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) এ নিয়মে বিতর পড়েছেন মর্মে কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। (২) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি. গবেষকদের উস্তায ড. ফাইহান শালী আল মুতাইরী বলেছেন, নবী (স) বা তাঁর সাহাবাদের কেউ-ই এ পদ্ধতিতে বিতর পড়েছেন মর্মে কোনো বিশুদ্ধ প্রমাণ নাই। (৩) 'যাদুল মাআদে ইবনুল কায়্যিম (র) রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিতর পড়ার ৫টি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে আমাদের মাঝে প্রচলিত পদ্ধতিটি আলোচনায়ই আনেননি। কেননা, এটা সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। বরং রাসূলুল্লাহ (স) এ পদ্ধতিতে বিতর পড়তে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

لَا تُوتَرُونَ بِثَلَاثٍ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ .

৩৬ ❖ যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স)

‘তোমরা মাগরিবের নামাযের মতো করে তিন রাকআত বিতরের নামায পড়ো না’ (দারে কুত্বনী ১৬৫০, পৃষ্ঠা ২/৩৪৪, সহীহ ইবনু হিব্বান: ২৪২৯)। তাছাড়া আমি নিজেও এ পর্যন্ত কোনো সহীহ হাদীস খোঁজে পাইনি। আর মক্কা ও মদীনার মসজিদগুলোতে ১ম ও ২য় পদ্ধতিতে বিতর পড়ে থাকে, কিন্তু ৩য় পদ্ধতিতে বিতর পড়তে কখনো দেখিনি।

বিতর সালাত সংক্রান্ত মাসআলা

১. হানাফী মাযহাবে বিতরের সালাত ওয়াজিব, অপর তিন মাযহাবের ইমামগণের মতে, এ সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।
২. এ সালাতের ওয়াজ্ব হল ইশার পর থেকে ফজর উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। শেষ রাতে ফজরের পূর্বে আদায় করা উত্তম। কেননা, সে সময় আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন। আর সে সময় দু’আ কবুল হয়ে থাকে। তবে ঘুম থেকে উঠতে না পারার আশঙ্কা থাকলে ইশার নামাযের পরই বিতর পড়ে নেওয়া ভালো।
৩. বিতর ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ ও ১৩ রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়। এমনকি এক রাকআতও পড়া জায়েয আছে। (আবু দাউদ : ১৪২২, নাসাঈ : ১৭১২)
৪. প্রথম রাকআতে সূরা আ’লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাছ পড়া সুন্নাতে। তবে যেকোনো সূরা দিয়ে পড়া বৈধ।
৫. বিতরে দু’আ কুনূত পড়া ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাতে। তাই কখনো কুনূত ছুটে গেলে সালাতের কোনো ক্ষতি হবে না। কুনূত কেউ না জানলে শেখার চেষ্টা করবে। তবে এর বিকল্প হিসেবে অন্য কিছু পড়ার দরকার নেই।
৬. দু’আ কুনূত শেষ রাকআতে পড়তে হয়। কিরাআত শেষ করার পর রুকুর আগে বা রুকু থেকে উঠার পর উভয় অবস্থায় দু’আ কুনূত পড়া জায়েয (বুখারী: ১০০১ ও ১০০২)।
৭. রাসূলুল্লাহ (স) কখনো কখনো ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব এবং ইশাতেও দু’আ কুনূত পড়েছেন।
অর্থাৎ শেষ রাকআতে ‘সামিআল্লাহ লিমান হামিদা’ বলার পর এ কুনূত পড়তেন। এটাকে বলা হয় ‘কুনূতে নাযেলা’। এটা পড়া হতো যালিমদের প্রতি বদদু’আ ও অসহায় মুসলিমদের সাহায্যের জন্য। কুনূতে নাযেলা ইমাম সাহেব আওয়াজ করে পড়বেন। আর মুসল্লীরা ‘আমীন’, ‘আমীন’ বলবে।
৮. ‘দু’আ কুনূত’ পড়ার শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার মতো পুনরায় দু’হাতে উঠানো অর্থাৎ ‘রাফউল ইদাঈন’ করা এবং সে সময় ‘আল্লাহ আকবার’ বলে তাকবীর দেওয়ার পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস খোঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই এটা করা সুন্নাহ পরিপন্থী।

৯. 'দু'আ কুনূত' যেহেতু দু'আ, সেহেতু ঐ সময় হাত উত্তোলন করা মুস্তাহাব। অনেক সাহাবী দু'আ কুনূত পড়ার সময় বুক বরাবর দু' হাত তুলতেন। উমর (রা) জোরে জোরে দু'আ কুনূত পড়েছেন। (বায়হাকী: ২/২১২)
১০. দু'আর পর দু'হাত মুখে মুছার পক্ষে কোনো সহীহ হাদীসের প্রমাণ পাওয়া যায় না।
১১. বিতরের সালাম ফেরানোর পর অন্য তাসবীহ পড়ার আগে 'সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস' এটি শব্দ করে তিন বার বলা সুন্নাত।
১২. বিতরের পর রাসূলুল্লাহ (স) দু' রাকআত নফল সালাতও আদায় করেছেন। তবে সদা সর্বদা নয়, মাঝে মধ্যে এটা করা সুন্নাত। এ নফল সালাত কখনো কখনো বসে আদায় করেছেন।
১৩. ভুলে বিতর না পড়ে থাকলে পরবর্তী দিনের বেলায় এটা আদায় করা যেতে পারে।
১৪. এক রাতে দু'বার বিতর আদায় করতে রাসূলুল্লাহ (স) নিষেধ করেছেন।
১৫. যদি কেউ বিতর পড়ে ঘুমিয়ে যায়। পরে আবার রাতে জেগে তাহাজ্জুদ পড়ে, তাহলে দ্বিতীয় বার বিতর পড়ার দরকার নেই।
১৬. রমযান মাস ছাড়াও তাহাজ্জুদ ও বিতর জামা'আতের সাথে পড়া যায়।
১৭. দু'আ কুনূত এক বা একাধিক পড়া যায়। হাদীসে বর্ণিত যত দু'আ আছে সেগুলোও পড়া যেতে পারে।

প্রসিদ্ধ দু'টি দু'আ কুনূত নিচে দেওয়া হলো:

দু'আ কুনূত-১

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِىْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِىْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِىْمَنْ تَوَلَّيْتَ
وَبَارِكْ لِيْ فِىْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّمَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يَقْضِيْ عَلَيْكَ
اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَاَلَيْتَ وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ .

অর্থ: 'হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো, যাদের তুমি হেদায়াত করেছ এবং আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, যাদের তুমি রক্ষা করেছ। আমাকে অন্তর্ভুক্ত করো তাদের সাথে, যাদের তুমি পছন্দ করেছ, যা কিছু আমাকে দিয়েছ তার মধ্যে বরকত দাও এবং তুমি যে সিদ্ধান্ত নির্ধারিত করেছ, তার অনিষ্টতা

থেকে আমাকে রক্ষা কর। কেবল তুমিই সকল ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নাও, কেউ তোমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তুমি যাকে বন্ধু হিসেবে নিয়েছ, সে কখনো অপমানিত হতে পারে না। তুমি যাকে শত্রু মনে কর সে সম্মান পেতে পারে না। হে আমাদের রব! তুমি বরকতময় অতি মহান!’ (তিরমিযী: ৪৬৪, নাসাঈ: ১৭৪৫, আবু দাউদ: ১৪২৫)

দুআ কুনূত-২

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْكَ وَنُشْنِيْ
عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ . اَللّٰهُمَّ
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَآلِيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ
وَنتَخشى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِق .

‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা তোমার সাহায্য কামনা করি এবং তোমারই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই। তোমাকেই বিশ্বাস করি এবং তোমারই উপরই ভরসা করি, তোমারই উত্তম প্রশংসা করি। সকল কৃতজ্ঞতা তোমারই প্রতি, আমরা অকৃতজ্ঞ নই। যারা তোমার অবাধ্য তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমারই জন্য সালাত আদায় করি, তোমাকেই সিজদা করি, তোমারই ইবাদাতের জন্য অগ্রসর হই, তোমারই ইবাদাতে সচেষ্ট থাকি, তোমারই রহমতের প্রত্যাশায় থাকি, তোমার আযাবকে ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাব কাফিরদের জন্য অবধারিত।’ (ইবনে খুযাইমা: ১১০০)

নবম অধ্যায়
صَلَاةُ الْجَنَازَةِ
জানাযার সালাত

জানাযা পড়ার নিয়ম

জানাযার সালাতে ৪টি তাকবীর দিবেন। মনে মনে নিয়ত করে প্রথম তাকবীর দিয়ে হাত বাঁধবেন। অতঃপর 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' ও 'বিস্মিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহীম' পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বেন। এরপর অন্য একটি সূরা পড়বেন। তারপর দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে নামাযে পঠিত দরুদ শরীফটি পড়বেন। অতঃপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে নিম্নের যেকোনো একটি অথবা দুটি দু'আ-ই পড়বেন। সর্বশেষ চতুর্থ তাকবীর দিয়ে ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে জানাযার সালাত শেষ করবেন।

ক. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

'নবী (স) জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা পড়তেন' (তিরমিযী: ১০২৬)

খ. তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ .

'আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর পেছনে জানাযার সালাত আদায় করেছি। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন এবং জানাযা শেষে বললেন, লোকেরা যেন জেনে নেয় যে, জানাযার নামাযের এটাই পদ্ধতি। (বুখারী: ১৩৩৫, ইফা. ১২৫৪, আধুনিক ১২৪৭)। আরবী ইবারতে এখানে 'সুন্নাহ' শব্দটি মুস্তাহাব অর্থে আসেনি। বরং সূরা ফাতিহা পড়া ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমল-এ অর্থ বোঝানো হয়েছে। (দেখুন: ওয়েবসাইট www.islam-qa.com, উত্তর নং ৭২২২১)

গ. তাছাড়া সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা)ও জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন (বায়হাকী ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৪-৬৫)।

৪০ ❖ যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স)

ঘ. হানাফী ও মালেকী ফকীহগণ জানাযায় সূরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষে কোনো হাদীসের দলীল পেশ করেননি। তবে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) একটি ٱرْ (আছার)-কে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেছেন:

كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ .

‘তিনি জানাযায় (সূরা ফাতিহা) পড়তেন না (মুয়াত্তা মালেক: ৫৪৬, ৭৭৭)। কিন্তু কোনো বিষয়ে সরাসরি হাদীস পাওয়া গেলে আছারের উপর আমল করা কোনো সুযোগ থাকে না। কাজেই সূরা ফাতিহা পড়াই বিসুদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী (র) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়াকে রুকন বলেছেন। শায়খ উসাইমিন (র)ও এটাকে রুকন বলেছেন (শরহুল মুমতি: ৫/৪০১)। আর রুকন হলো এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা বাদ গেলে ইবাদত শুদ্ধ হয় না। সাউদী গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ বিন বায (র) বলেছেন, জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। (ফাতাওয়া বিন বায: ১৩/১৪৩)

আবদুল কাদের জিলানী (র)ও জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের পক্ষে মত দিয়েছেন। (গুনিয়াতুত্ তালেবীন)

উল্লেখ্য, কেউ কেউ প্রথম তাকবীরের পর শুধু ছানা (অর্থাৎ সুব্হানাকা আল্লাহুমা...) পড়েন; অথচ এর সপক্ষে কোনো সহীহ হাদীস খুঁজে পাওয়া যায় না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে, প্রথম তাকবীরের পর আ‘উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ... এবং পরে সূরা ফাতিহা পড়বে। কিন্তু ছানা পড়বেন না।

জানাযার দোয়া-১

আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (খ) যখন জানাযার সালাত পড়তেন তখন এই দু‘আ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَانِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا
وَذَكْرِنَا وَاَنْثَانَا . اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلٰى الْاِسْلَامِ وَمَنْ
تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلٰى الْاِيْمَانِ . اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا
تَفْتِنَّا بَعْدَهُ .

‘হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আর আমাদের ছোট ও বড় এবং আমাদের নর ও নারী সবাইকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে তুমি যাকে বাঁচিয়ে রাখবে তাকে তুমি ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখো এবং যাকে তুমি মারতে চাও তাকে তুমি ঈমানের

অবস্থায় মৃত্যু দাও। আর আল্লাহ এই লাশের প্রতিদান থেকে তুমি আমাদের বঞ্চিত করো না এবং এর পরে আমাদেরকে ফিতনায়ও ফেলো না।' (আবু দাউদ ৩২০১, তিরমিযী ১০২৪)

জানাযার দোয়া-২

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ
وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا
خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ۔

'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো, তার উপর রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে মাফ করো, মর্যাদার সাথে তার আতিথিয়েতা করো। তার বাসস্থানটা প্রশস্ত করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও- পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে। তুমি তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিষ্কার করো যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। আর তার পার্শ্ব ঘরের বদলে তুমি তাকে একটি উত্তম ঘর দান করো এবং তার পরিবারের বদলে এক উত্তম পরিবার এবং জুড়ির বদলে এক উত্তম জুড়ি দান করো। আর তাকে তুমি জান্নাতে দাখিল করো এবং কবরের আযাব ও জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে তাকে মুক্তি দাও।

জানাযার বিষয়ে কয়েকটি মাসআলা

১. জানাযার সালাত ফরযে কেফায়াহ।
২. ওয়ূ করে সতর ঢেকে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে।
৩. দিবা-রজনীর যেকোনো সময়ে জানাযা পড়া যায়, এমনকি নিষিদ্ধ সময়েও।
৪. মাইয়েত্তের মাথা উত্তর দিকে রাখবে।
৫. চতুর্থ তাকবীরের পর রাসূলুল্লাহ (স) একটু থামতেন, অতঃপর সালাম ফিরাতেন।
৬. দুদিকে সালাম ফিরানোর যেমন নিয়ম রয়েছে তেমনই একদিকে শুধু ডান পাশে সালাম ফিরানোও জায়েয। এর পক্ষেও সহীহ দলীল রয়েছে।
৭. প্রতি তাকবীরের পর দু'হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠানো জায়েয। তবে এটার সপক্ষে হাদীসকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন। আবার অনেকে বিশুদ্ধও বলেছেন।
৮. শিশুদের জানাযা হলে দু'আর শেষে এটুকু বাড়িয়ে পড়বে-

৪২ ❖ যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَقَرِطًا وَذُخْرًا وَّاَجْرًا .

‘হে আল্লাহ! তুমি এ শিশুকে আমাদের জন্য পূর্ববর্তী ও অগ্রগামী এবং পরকালের ধনভাণ্ডার ও পুরস্কার বানিয়ে দাও।’

৯. পর্দার সাথে মেয়েরাও পুরুষদের পেছনে জানাযার সালাত পড়তে পারে। মক্কা ও মদীনায় এখনো এ রীতি চালু আছে।
১০. জানাযা পুরো না পেরে যতটুকু পায় ততটুকু পড়ে ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে।
১১. জানাযায় ইমাম যা যা পড়বেন, পেছনে মুক্তাদিরাও তা-ই পড়বেন। অর্থাৎ মুক্তাদিরাও তাকবীর বলবেন এবং দু’আগুলো পড়বেন।
১২. নিজের সন্তান বা আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে কেউ জানাযার ইমামতি করা ফকীহগণ উত্তম বলে মনে করেন। তবে এর পক্ষে সরাসরি কোনো হাদীস পাওয়া যায় না।
১৩. জানাযার পর মাইয়োতের মুখ দেখতে হাদীসে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি।
১৪. একই ব্যক্তির একাধিক জানাযা যেমন বৈধ, তেমনি একাধিক মাইয়োতের জানাযা একসঙ্গে দেওয়াও জায়েয।
১৫. গায়েবানা জানাযা জায়েয আছে।

গ. জানাযার ফরজসমূহ

১. চারটি তাকবীর দেওয়া। ২. সূরা ফাতিহা পাঠ করা। ৩. দরুদ পড়া। ৪. মাইয়োতের জন্য খালেস দিলে দু’আ করা (অর্থাৎ তৃতীয় তাকবীরের পর সালাম ফিরানোর আগে যে দু’আটি পড়া হয় সেটি)। ৫. সালাম ফিরানো।

ঘ. জানাযার সুন্নাতসমূহ

১. জামা’আতসহকারে সালাত আদায়।
২. তিন কাতার হওয়া (অর্থাৎ এর কম না হওয়া)। তবে কাতারগুলো বেজোড়সংখ্যক হতে হবে এ ধরনের কোনো কথা হাদীসে পাওয়া যায় না।
৩. ইমাম দাঁড়াবে লাশ পুরুষ হলে মাথা ও মহিলা হলে লাশের কোমর বরাবর।
৪. হাদীসে বর্ণিত দু’আ করা (অর্থাৎ তৃতীয় তাকবীরের পর যে দু’আগুলো করা হয়)।
৫. সালাত শেষে জানাযা উঠানো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা।

উল্লেখ্য, জানাযার নামাযের পর সম্মিলিত কোনো মোনাজাত নেই। তবে লাশ দাফনের পর তার পক্ষ থেকে দু’আ করা যেতে পারে। মাইয়োতের জন্য তখন ইসতিগফার করা সুন্নাত।

الْفَرْقُ بَيْنَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْءَةِ

নারী ও পুরুষের সালাতে পার্থক্য

সালাতের মূল কাঠামোর মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের নামাযে কোনো পার্থক্য নেই। দাঁড়ানোর পদ্ধতি, বুকে হাত বাঁধা, রুকু, সিজদা ও বৈঠক এসবই পুরুষ ও মহিলারা একই কায়দায় আমল করবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যামানায় পুরুষ ও মহিলারা একই পদ্ধতিতে নামায আদায় করতেন। তবে তাদের সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে বিশেষ কিছু বিধানের অনুসরণ করবে।

১. মেয়েরা শুধুমাত্র মুখমণ্ডল ও দুই হাত ছাড়া বাকি আপাদমস্তক ঢেকে দাঁড়াবে। পায়ের গোড়ালির নিচ পর্যন্ত কাপড় বুলিয়ে পা ঢেকে রাখবে। কিন্তু পুরুষদের জন্য পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় বুলিয়ে পরা হারাম।
২. জামা'আতে নামায পড়লে মেয়েরা পুরুষদের একেবারে পেছনে দাঁড়াবে।
৩. মহিলাদের জামায়াতে মহিলারা ফরয বা ওয়াজিব সালাতের ইমামতি করতে পারবে।
৪. ফরয সুন্নাত সকল নামাযে শুধুমাত্র মেয়েরা জামা'আত করলে মহিলা ইমাম সামনে না গিয়ে কাতারের মাঝে মুক্তাদিদের সারিতে দাঁড়াবে।
৫. ইমামের কোনো ভুল হলে মহিলা মুক্তাদিরা হাতের উপর হাত রেখে তালি দেবে। তবে পুরুষেরা লুকুমা দেবে 'সুবহানাল্লাহ' শব্দ বলে।
৬. মহিলারা পুরুষদের সাথে একই জামা'আতে নামায পড়লে সালাম ফেরানোর পর পর মহিলারা আগে বেরিয়ে যাবে। এরপর বের হবে পুরুষ মুসল্লীরা। তবে মেয়েদের জন্য আলাদা গেট থাকলে আগে-পরে বের হওয়াতে কোনো দোষ নেই।
৭. মহিলারা সালাতের আযান দিবে না। আযান দেওয়া শুধুমাত্র পুরুষদের কাজ। তবে অধিকাংশ ফকীহদের মতে মেয়েদের জামায়াতে নারীরা ইকামত দিতে পারবে।

পরিশিষ্ট : প্রচলিত কিছু ভুল-ত্রুটি

আমাদের সমাজে এমন কিছু ভুল-ত্রুটি নামাযীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, যা পরিহার করে বিশুদ্ধ সালাত আদায় করা অপরিহার্য। এর মধ্যে কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো:

১. জামায়াত চলাকালীন সুন্নাত নামায পড়া

কোনো কোনো মুসল্লি জামায়াতে নামায চলাকালীন সময়েও সুন্নাত নামায পড়তে থাকেন, বিশেষ করে ফজরের নামাযে; অথচ এটি হাদীসের মাধ্যমে নিষিদ্ধ বা হারাম। এমনটি করতে রাসূলুল্লাহ (স) নিষেধ করেছেন। আবু হোরাযরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ .

‘যখন জামায়াতের ইকামাত হয়ে যায়, তখন ফরয নামায ব্যতীত আর কোনো নামায নেই।’ (মুসলিম: ৭১০)

বায়হাকীর এক বর্ণনায় এসেছে—

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا رُكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ قَالَ وَلَا رُكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ .

‘রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, ফজরের দু’রাকাআত সুন্নাতও পড়া যাবে না? উত্তরে তিনি বললেন, ফজরের দু’রাকাআত সুন্নাতও না।’ (হাদীসটিকে ইব্ন হাজার ফতহুল বারীতে হাসান বলেছেন)।

অতএব, যখনই জামায়াতে নামায চলমান দেখবে তখনই মুসল্লীর কর্তব্য হলো কোনো প্রকার সুন্নাতের নিয়ত না করে সঙ্গে সঙ্গে জামায়াতে শরীক হয়ে যাওয়া। ফজরের নামাযের বেলায়ও একই মাসআলা। ফজরের বাদ পড়ে যাওয়া দু’রাকাআত সুন্নাত ফরযের পরপরই আদায় করা জায়েয আছে (আবু দাউদ: ১২৬৭)। তাছাড়া সূর্যোদয়ের পরও তা আদায় করা যায়।

২. ফরয নামাযের সালাম ফেরানোর পরপরই দাঁড়িয়ে যাওয়া

কিছু কিছু মুসল্লী ফরযের সালাম ফেরানোর পরপরই দাঁড়িয়ে যায় পরবর্তী সুন্নাত সালাত আদায়ের জন্য— এটি ঠিক নয়; বরং এটি সুন্নাহ পরিপন্থী। এতে

যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ (স) ❖ ৪৫

মুসল্লিগণ সূন্নাহর অনুসরণ ও বড় ধরনের সওয়াবের কাজ থেকে বঞ্চিত হয়। সূন্নাত হলো ফরয আদায়ের পর একই জায়গায় বসে থেকে নীরবে একাকী মাসনূন দু'আ, যিক্র ও তাসবীহ তাহলীল পড়া। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اَلْمَلٰٓئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلٰی اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحَدِّثِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمُهٗ .

‘তোমাদের কেউ যদি ওযু ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত নামাযের ঐ জায়গায় বসে থাকে তবে তার জন্য ফেরেশতারা এ বলে দু'আ করে যে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ তুমি তাকে রহমত কর।’ (বুখারী ৬২৬ [ই. ফা], ৬১৯ আধুনিক)

অতএব, যারা ফরয নামাযের সালাম ফেরানোর পরপরই দাঁড়িয়ে যায় বা মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, তারা ফেরেশতাদের এ উত্তম দু'আর অপূর্ব সুযোগ হারাচ্ছেন।

৩. মসজিদে ঢুকেই বসে পড়া

কোনো কোনো মুসল্লি বা ইমাম সাহেব মসজিদে প্রবেশ করেই বসে পড়ে। অথচ সরাসরি এভাবে বসে পড়তে রাসূলুল্লাহ (স) নিষেধ করেছেন। আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتّٰى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ .

‘তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে সে অন্তত, দু'রাকাআত সালাত আদায় করা ছাড়া যেন না বসে’ (বুখারী)।

৪. একাকী ফরয নামায পড়া

অনেক এলাকায় মসজিদের জামায়াত হয়ে যাওয়ার পর আগত মুসল্লিদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে একা ফরয সালাত আদায় করে থাকেন। অথচ দু'জন-তিনজনে মিলে জামায়াতে তা পড়া সূন্নাত এবং এতে জামায়াতে নামাযের সাওয়াব অর্জিত হয়, যা একা সালাতের তুলনায় উত্তম বলা হয়েছে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبِيْكُمْ يَتَجَرَّ عَلٰى هٰذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهٗ .

‘একবার রাসূলুল্লাহ (স) নামায শেষ করার পর এক লোক মসজিদে প্রবেশ করল। তখন নবী (স) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, এ ব্যক্তির সাথে দাঁড়িয়ে (জামায়াতে নামায আদায় করে) সাদকা প্রদান করার সাওয়াব অর্জন করবে? তখন এক লোক উঠে দাঁড়িয়ে আগত ব্যক্তির সাথে পুনরায় (জামায়াতে) সালাত আদায় করলেন।’ (বুখারী)

অতএব, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মূল জামায়াত হয়ে যাওয়ার পরও বিলম্বে আগমনকারী মুসল্লিরা জামায়াতে সালাত আদায় করবে এবং এতে অধিক ফযীলত রয়েছে। তবে দেরিতে হাজির হওয়া অভ্যাসে পরিণত করা যাবে না।

৫. ইমামের সাথে সাথে রুকু সিজদা করা

এ কাজটি ভুল; বরং সুন্নাত হলো, ইমাম সাহেব ‘আল্লাহ আকবার’ বলার পর মুক্তাদী ‘আল্লাহ আকবার’ বলবে। অনুরূপভাবে ‘রাব্বানা লাকাল হাম্দ’ বলা, রুকু ও সিজদা করা এবং সালাম ফিরাবে ইমাম সাহেবের পর। অর্থাৎ, ইমামের সাথে সাথে নয়। (এ বিষয়ে দেখুন- বুখারী: ৬৮৮, ইফা. ৬৫৪, আধুনিক ৬৪৭)

৬. মসজিদে লাল বাতি জ্বালানো

মসজিদে জুমু‘আর খুৎবার আগে বাংলা খুৎবার সময় বা অন্য কোনো ওয়াক্তে কোনো কোনো মসজিদে লালবাতি জ্বালিয়ে মুসল্লিদের নামায পড়তে নিষেধ করা হয়। অথচ আল্লাহর রাসূল (স) কোনো না কোনো নামায পড়া ছাড়া সরাসরি মসজিদে বসে পড়তে নিষেধ করেছেন যা পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

এমনকি জুমু‘আর খুৎবার সময়ও যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তাকেও রাসূল (স) সে সময় দু‘রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করে বসতে নির্দেশ দিয়েছেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يَا فَلَانُ -
قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ رُكْعَتَيْنِ -

‘(কোনো এক) জুমু‘আর দিন নবী (স) লোকদের সামনে খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে [বসে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (স)] তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক, তুমি কি সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না; তিনি তখন বললেন, উঠ, সালাত আদায় করে নাও।’ (বুখারী ৯৩০, ইফা ৮৮৩, আধুনিক ৮৭৭)

নবাগত মুসল্লিকে যেখানে জুমু‘আর খুৎবা প্রদানের সময়ও কমপক্ষে দু‘রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় করতে রাসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ দিয়েছেন

সেখানে প্রকৃত খুৎবার বাইরে বাংলা খুৎবার সময় কোনো নামায পড়তে ইমাম বা মসজিদ কর্তৃপক্ষ কিভাবে নিষেধ করেন! কিভাবে লালবাতি জ্বালিয়ে রাখেন! লাল বাতি অর্থ হলো চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা। সূর্য উদয় ও অস্ত এবং ঠিক দুপুর- এ তিন সময়ে নামায পড়া নিষেধ। এ নিষেধ আল্লাহর পক্ষ থেকে। এর বাইরে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রদানের অধিকার কারো নেই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেশে কোনো মসজিদেই এরূপ লালবাতি জ্বালাতে দেখা যায় না।

জুমু'আ সংক্রান্ত বিস্তারিত মাসআলা জানতে চাইলে পড়তে পারেন আমারই সংকলিত কামিয়াব প্রকাশন লি. কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রশ্নোত্তরে জুমু'আ ও খুৎবা' নামক পুস্তিকাটি।

ঈদের নামাযের উত্তম পদ্ধতি ও তাকবীরের সংখ্যা

ঈদের সালাত আমাদের দেশে বেশির ভাগ এলাকায় অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের সাথে আদায় করে থাকেন। এর পক্ষে ইবনে মাসউদ (রা)-এর একটি হাদীস রয়েছে। (আবু দাউদ: ১১৫৫)।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) নিজে অতিরিক্ত ১২ তাকবীরের সাথে ঈদের নামায আদায় করতেন। এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন আয়েশা (রা) এবং ইবনে আব্বাস (রা)। আর তা হলো, প্রথম রাকআতের শুরুতে অতিরিক্ত ৭ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতের শুরুতে অতিরিক্ত ৫ তাকবীর। সর্বমোট ১২ তাকবীর। দেখুন হাদীস নং আবু দাউদ : ১১৪৯, বায়হাকী : ৩/৪০৭। এটাই হলো উত্তম পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ঈদের সালাত আদায় করতেন হানাফী ফকীহ ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এবং এভাবেই পড়ে থাকেন অন্যান্য সকল মাযহাবের মুসল্লিগণও। তাছাড়া মক্কা-মদীনাসহ পৃথিবীর বহু দেশে ঈদের সালাত ১২ তাকবীরে আদায় করে থাকে।

উক্ত আমলের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশি এবং সনদের দিক থেকেও সর্বাধিক বিশ্বস্ত। তাই এভাবে অতিরিক্ত ১২ তাকবীরের সাথে সালাত আদায় করা অধিকতর সুন্নাতপাবন্দী হিসেবে বিবেচিত হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখতে পারেন, কামিয়াব প্রকাশনের 'প্রশ্নোত্তরে রমযান ও ঈদ' নামক গ্রন্থে। আল্লাহ তাআলা এর সহযোগী, পাঠক ও আমলকারীকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমীন!

সমাপ্ত